Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/274

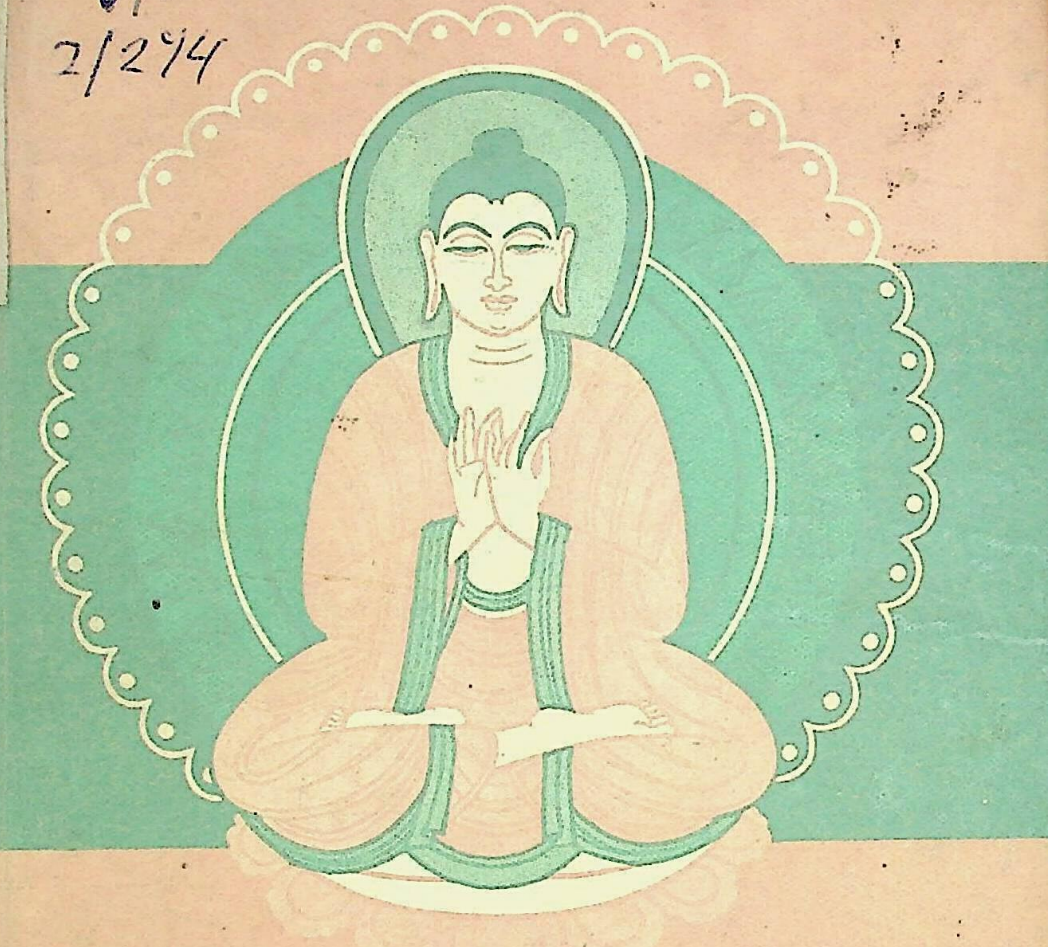

ছোটদের বুদ্ধ

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/108

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/108

8/

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

LIBRARY 3/108
No. 8/
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোটদের বুদ্ধ

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম
লাইব্রেরীর জন্য
শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
দিল্লী, ২।২।৭০.

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

LIBRARY
No. . .. .
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্র কা শ ক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড্—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪
মূল্য ১·৫০

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মুদ্রণ-বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

বুদ্ধ-পথের পথিক

পিতৃদেবের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে

নয়া দিল্লী,

বুদ্ধাব্দ ২৪৯৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/104

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবির্ভাব	১
রাজহাঁস	৪
জগতের ধারা	৬
বিবাহ	৭
বৈরাগ্য	৯
গৃহত্যাগ	১৩
রাজগৃহে	১৬
ছাগমুক্তি	১৮
উরুবিল্ব	২১
সিদ্ধিলাভ	২৪
ধর্মপ্রচার	২৫
সারিপুত্র, মৌদ্গলায়ন ও অনাথ পিণ্ডিক	২৭
কপিলবস্তুতে পুনরাগমন	২৯
গোতমী	৩৪
অজাতশত্রু ও দেবদত্ত	৩৭
ব্যাধ	৪৪
ডাকাত অংগুমাল	৪৫
মহানির্বাণ	৪৭
জাতক-কাহিনী	৫১
বণিকপুত্র	৫১
বুড়ীমার কালু	৫৪
দীর্ঘায়ুর উপাখ্যান	৫৬
সারনাথ	৫৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত
(দি ক্রি-ল্যান্সের সৌজন্যে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা।

এখন যেখানে উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলা, তার উত্তরে নেপাল তরাই অঞ্চলে তখনকার দিনে কপিলবস্তু নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। সেখানে শাক্যবংশের লোকেরা বাস করত। তাদের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন, রানী মায়াদেবী।

একদিন রাত্রিতে মায়াদেবী অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখলেন, নীল আকাশে একটি উজ্জ্বল তারা ফুটে উঠল। আলোয় আলোময় হয়ে গেল সমস্ত জগৎ।

একটু পরেই তারাটি হয়ে গেল একটি ছোট শ্বেতহস্তী। আকাশে দিব্য আলোর ছটা ছড়িয়ে হাতীটি নেমে এল আঁধার-ঘেরা পৃথিবীতে। পৃথিবী হয়ে উঠল আলোময়। ধীরে ধীরে সে এসে দাঁড়াল মায়াদেবীর কাছে। মায়াদেবী অপলক চোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর হঠাৎ সে মায়াদেবীর শরীরের ভিতর প্রবেশ করল।

চমকে উঠলেন মায়াদেবী। ঘুম ভেঙে গেল। রাজাকে ডেকে তুললেন।

শুদ্ধোদন উঠে দেখলেন, রানীর মুখে চোখে—সারা দেহে এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতি। চেয়ে রইলেন তিনি অবাক হয়ে। রানী তাঁকে স্বপ্নের কথা বললেন।

ভোর হতেই রাজা জ্যোতিষীকে ডাকিয়ে রানীর স্বপ্নের ফলাফল কি হতে পারে জিজ্ঞাসা করলেন। জ্যোতিষী অনেক গণনা করে বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ, আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। শীঘ্রই রানীর একটি ছেলে হবে। সেই ছেলের ভবিষ্যৎ অতি চমৎকার। হয় সেই ছেলে হবে পৃথিবীর সম্রাট, নয়ত হবে জগতের শ্রেষ্ঠ মহাভিক্ষু, জ্ঞানের আলোকে জগৎকে করবে আলোকিত।

ছেলে হবে শুনে রাজার আনন্দের সীমা রইল না, কিন্তু একটা ভাবনাও তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল। ছেলে সম্রাট হলে ত কোন কথাই নেই; কিন্তু রাজার ছেলে সন্ন্যাসী হতে যাবে কেন? যাকগে, ছেলে হবার সৌভাগ্য তাঁর হ'ক, তারপর দেখা যাবে সে কেমন করে ভিক্ষু হয়! তিনি ছেলেকে এমন আনন্দের মধ্যে রাখবেন যাতে সে ভিক্ষু হবার কথা চিন্তাও করতে পারবে না।

কিছুদিন কেটে গেল। মায়াদেবীর সন্তান হবে, বেশি দেরিও নেই। তিনি তাঁকে বাপের বাড়ি দেবদহে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন শুদ্ধোদনকে। দেবদহ শাক্য রাজ্যেরই একটি ছোট নগর। রাজা শুদ্ধোদন অনেক দাসদাসী সংগে দিয়ে খুব সাবধানে মায়াদেবীর পিত্রালয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পথে যেতে যেতে মায়াদেবী শ্রান্ত হলেন। তিনি লুম্বিনী উদ্যানে একটি পলাশ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে লাগলেন।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। অকালে পলাশ গাছে ফুল ফুটেছে। চারদিকে গাছে গাছে, লতায় লতায় ফুলের সমারোহ। বিচিত্র রঙের হরিণ-হরিণী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটাছুটি করছে। পাখীর গানে, নদীর কুলুকুলু ধ্বনিতে কি যেন একটা পরম শুভবার্তা ঘোষিত হচ্ছে।

এমনি সময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন সিদ্ধার্থ। রাজা শুদ্ধোদন সংবাদ পেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহা ধুমধামে উৎসবের ব্যবস্থা করলেন। নানা জায়গা থেকে এল বহু লোক শিশুকে দেখতে। এক অতি বৃদ্ধ ঋষি এলেন। নাম তাঁর অসিত। তাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। তিনি কানে শুনতে পান না। কিন্তু কে যেন তাঁকে বলে দিয়েছে এই দেব-শিশুর আগমন-বার্তা। তিনি ছুটে এসেছেন শিশুকে দেখবার জন্য। মায়াদেবী শিশুটিকে রাখলেন ঋষির চরণতলে। তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

শিশুকে দেখে ঋষি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলেন; বললেন, আমি একে আশীর্বাদ কি করে করব! এ সাধারণ মানব-শিশু নয়। যিনি যুগে যুগে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে জনগণকে সৎপথে নিয়ে যান, এই শিশু স্বয়ং সেই ভগবান। এ আমার পূজার যোগ্য!

আনন্দে বৃদ্ধের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, আমি বৃদ্ধ। আমার জীবনের কটা দিনই বা আর বাকি আছে। কিন্তু সকলে দেখবে এই শিশু একদিন কোটি কোটি মানবের মনের অন্ধকার দূর করে দেবে; —দেখিয়ে দেবে তাদের জন্মমৃত্যু—সুখদুঃখ থেকে মুক্তির পথ। আমার ভাগ্য ভাল যে এই দেবশিশুকে আমি দেখতে পেলাম।

ঋষি অসিত রাজা শুদ্ধোদনকে বললেন, মায়াদেবী আর বাঁচবেন না, সাতদিন পরে দেহত্যাগ করবেন। এই শিশুর জন্মের সংগে সংগে তাঁর জীবনের কাজ শেষ হয়ে গেছে।

হ'লও তাই। সাতদিন পর মায়াদেবী দেহত্যাগ করলেন। তাঁর ভগিনী মহাপ্রজাপতি গৌতমী মাতৃহারা শিশুর লালনপালনের ভার নিলেন।

শিশু সিদ্ধার্থ সমবয়সীদের সংগে খেলাধূলা করেন। এরই মাঝে সময় সময় একমনে ভাবতে থাকেন। এই ভাবেই তিনি বড় হতে লাগলেন। সংগে সংগে অনেক বিদ্যাও তিনি শিখে ফেললেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজহাঁস

একদিন সিদ্ধার্থ রাজবাড়ির বাগানে বসে আছেন। চারদিকে মনোরম শোভা দেখছেন, আর বসে বসে কি ভাবছেন। নীল আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে রাজহাঁস উড়ে চলেছে হিমালয়ের দিকে। হঠাৎ তার মধ্য থেকে একটা রাজহাঁস সিদ্ধার্থের পাশে এসে পড়ল। বুকে তার একটা তীর বিঁধে রয়েছে। রক্ত ঝরে পড়ছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে হাঁসটা। সিদ্ধার্থ আস্তে আস্তে তীরটি বুক থেকে তুলে নিলেন। পাশের পুষ্করিণী থেকে জল এনে ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিলেন। তীরটি হাতের তালুতে রেখে তার তীক্ষ্ণ ধারটা একটু পরখ করলেন। বুকে এই তীরট বিঁধে রাজহাঁসটি কি দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছে, সে কথা ভেবে সিদ্ধার্থের চোখে জল এল। হাঁসটিকে তিনি কোলে তুলে নিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

এমন সময় সেখানে এল দেবদত্ত। সে সিদ্ধার্থের জ্ঞাতি-ভাই। হাতে তার তীর-ধনুক। সে বলল, রাজহাঁসটাকে আমি মেরেছি। ওটা আমার, আমাকে দাও।

সিদ্ধার্থ বললেন, হাঁসটি মরে নি, তুমি একে তীর মেরে ব্যথা দিয়েছ। আমি একে যত্ন করে বাঁচিয়েছি। হাঁস তোমার নয়, আমার।

দু'জনে খানিক বাদ-বিতণ্ডা হ'ল। শেষে স্থির হ'ল কোন বৃদ্ধের কাছে তাদের বিবাদের মীমাংসার ভার দেওয়া হবে। এর মধ্যে সেখানে অনেক লোক এসে উপস্থিত হ'ল। নানা লোক নানা রকমের মীমাংসার কথা বলতে লাগল। একজন বৃদ্ধ দু'জনের কথা শুনে বললেন, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন রক্ষা করেছে, হাঁসটি তারই পাওয়া উচিত। যে তাকে মারবার চেষ্টা করেছে, হাঁসটির উপর তার কোন অধিকার নেই।

উপস্থিত সকলেই বুদ্ধের কথায় সায় দিল। সিদ্ধার্থ হাসটিকে নিয়ে মনের আনন্দে উড়িয়ে দিলেন। শুদ্ধোদন বৃদ্ধের ন্যায়-বিচারের কথা শুনে তাকে পুরস্কৃত করবেন স্থির করলেন। কিন্তু বহু খুঁজেও তাঁর আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের ধারা

একদিন শুদ্ধোদন ভাবলেন, কুমারকে রাজধানীর বাইরের জায়গাগুলি দেখাবেন। কি করে জমি চাষ করা হয়, ফসল উৎপন্ন হয়, প্রজারা কেমন করে জীবন যাপন করে—এসব দেখলে তাঁর অনেক শিক্ষা লাভ হবে। ভবিষ্যতে যে রাজা হবে, তার এ-সব জানা দরকার।

রথে চড়ে সিদ্ধার্থ মাঠের পাশ দিয়ে চলেছেন। কৃষকরা জমি চাষ করছে। বলদ লাঙল টেনে নিয়ে চলেছে। পেছনে মাটি ঢেউএর মত উঠছে, পড়ছে। কোন জমিতে কৃষকরা পাশের খাল থেকে জল এনে ঢালছে। কোথাও ছোট ছোট চারা গাছ, কোথাও সবুজ ক্ষেত,— দেখতে ভারি সুন্দর! পাশের বাগানে নানা রঙের পাখী গান করে মনের আনন্দে খেলা করছে, ফল খাচ্ছে, পোকামাকড় ধরে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাছরাঙা পাখী খালের জলের মধ্যে ঝুপ্ করে পড়ে মুখে করে মাছ নিয়ে গাছের ডালে বসছে।

সিদ্ধার্থ এই সব দেখতে দেখতে চলেছেন। হঠাৎ তার মনে হ'ল, এই কি জগতের নিয়ম? এইরূপ যদি জগতের ধারা, তবে এতে আনন্দ কই, সুখ কই? বলদগুলি রোদে পরিশ্রম করছে, হাল টানতে পারছে না, তবু চেষ্টা করছে। কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সামান্য দুমুঠো আহার সংগ্রহ করছে। মাছরাঙা অন্য জীবকে হত্যা করে নিজের আহার সংগ্রহ করছে। তাকে আবার চিলে তাড়া করছে। এত দুঃখ, কষ্ট ও পরস্পর হানাহানির মধ্যেই কি জগৎ মগ্ন হয়ে আছে?

সংগের লোকদের সিদ্ধার্থ একটু দূরে সরিয়ে দিলেন। একটি গাছের তলায় বসে জগতের এই দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করতে করতে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবাহ

শুদ্ধোদনকে তাঁর লোকেরা সিদ্ধার্থের ধ্যানের কথা বলল। সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করে তিনি তাঁর মনের বেদনার কথা জানলেন। এসব শুনে শুদ্ধোদনের খুব ভাবনা হ'ল। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তাঁর মনে পড়ল।

শুদ্ধোদন তখনই মন্ত্রীদের ডাকিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা বললেন। কি করলে সিদ্ধার্থের মন বৈরাগ্যের দিকে না গিয়ে সংসারের দিকে যায়, সে বিষয়ে তাদের পরামর্শ চাইলেন।

মন্ত্রীরা বললেন, সিদ্ধার্থের বয়স হয়েছে। এখন তাঁর বিয়ে দিন। তা হলেই সে দিব্যি সংসারী হবে।

কপিলবস্তুতে বিরাট একটা মেলার আয়োজন করা হ'ল। শাক্য বংশের সব মেয়েরা সে মেলায় আসবে। যারা সবচেয়ে সুন্দরী, তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। সিদ্ধার্থ পুরস্কার বিতরণ করবেন।

নানা রকম সুন্দর পোষাকে সেজেগুজে শাক্যবংশের মেয়েরা এসেছে সে মেলায়। শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের নানা রকম উপহার দেওয়া হ'ল। সিদ্ধার্থ গম্ভীর ভাবে উপহার বিতরণ করছেন। মেয়েরা একে একে নত মস্তকে উপহার নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সবার শেষে এলেন শাক্য বংশের সামন্ত সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারা, অপর নাম গোপা। দেখতে অপরূপ সুন্দরী। অমন সুন্দরী আর দুটি নেই।

তখন সব উপহার দেওয়া হয়ে গেছে, আর একটি জিনিসও অবশিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। সিদ্ধার্থ ওঁকে বললেন, উপহার দেওয়ার মত আর ত কোন জিনিস নেই। তবে তুমি আমার এই হার নেও। এই বলে তিনি নিজের গলার মুক্তার হার যশোধারার হাতে দিলেন। যশোধারা হাসিমুখে সেটি গ্রহণ করলেন।

শুদ্ধোদন স্থির করলেন, যশোধারার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিয়ে দেবেন। সুপ্রবুদ্ধকে নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে লোক পাঠালেন। সুপ্রবুদ্ধ বললেন, ক্রীড়াকৌশল এবং শারীরিক শক্তির পরিচয় যে দিতে পারবে, তারই সঙ্গে আমি যশোধারার বিয়ে দেব। শাক্য সমাজের এই ত নিয়ম। সিদ্ধার্থ যেমন ঘরকুনো, সে কি প্রতিযোগিতা করতে পারবে?

কথাটা শুনে শুদ্ধোদনের মন খুব খারাপ হ'ল। সত্যই ত সিদ্ধার্থ এসব কিছুই জানে না। ক্রীড়াকৌশল থেকে তিনি তাঁকে দূরে রেখেছেন। তিনি ভাবনায় পড়লেন।

সিদ্ধার্থের কানে এ কথা গেল। তিনি পিতাকে জানালেন, তাঁর এ সব বিদ্যা জানা আছে। প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে তিনি প্রস্তুত।

এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হ'ল। অসি, তীর-ধনুক এবং অশ্ব চালনায় যিনি জয়ী হবেন, তাঁরই সঙ্গে যশোধারার বিবাহ দেওয়া হবে বলে সুপ্রবুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

শাক্যবংশীয় অনেক যুবক প্রতিযোগিতায় যোগদান করল। সিদ্ধার্থ কিন্তু সকলকেই পরাজিত করলেন, সব রকমের প্রতিযোগিতায়। অশ্ব-চালনায় আনা হয়েছিল একটা বুনো ঘোড়া। অন্য যুবকদের ত সে পিঠ থেকে ফেলেই দিল। সিদ্ধার্থকে সকলে তার উপর উঠতে নিষেধ করল। কিন্তু তিনি তা শুনলেন না। ঘোড়াটা কিন্তু তাঁকে দেখে একেবারে স্থির হয়ে রইল, একটুও নড়াচড়া করল না।

সুপ্রবুদ্ধ খুব আনন্দিত হলেন। শুদ্ধোদন মহাধুমধামে সিদ্ধার্থের বিয়ে দিয়ে যশোধারাকে ঘরে নিয়ে এলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈরাগ্য

সিদ্ধার্থকে পুরাদস্তুর সংসারী করবার জন্য শুদ্ধোদন আরও অনেক রকম সতর্কতা অবলম্বন করলেন। রাজবাড়িতে নূতন কয়েকটি মহল নির্মাণ করালেন। দেখতে সেগুলি হ'ল ইন্দ্রপুরীর মত। চারদিকে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান। ফোয়ারা দিয়ে রঙীন জলধারা পড়ছে। সু-সজ্জিত দাসদাসী তাঁর পরিচর্যায় রত। সকলেই যুবক যুবতী। কারও অসুখ বিসুখ হলে সে সেখানে থাকতে পারবে না। বৃদ্ধদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কোন অমংগলের কথা, দুঃখকষ্টের কথা, সিদ্ধার্থের কাছে কেউ বলতে পারবে না। এমনি নানা রকম ব্যবস্থা করে শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের মন যাতে সংসারের প্রতি আসক্ত হয়, তার বন্দোবস্ত করলেন।

অনেক দিন রাজপুরীর মধ্যে বদ্ধ থেকে সিদ্ধার্থের মন হাঁপিয়ে উঠল। তিনি রাজপুরীর বাইরে একবার বেড়াতে যেতে চাইলেন।

শুদ্ধোদন এতে খুশীই হলেন। ভাবলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থান দেখলে তাঁর রাজ্য পরিচালনায় হয়ত আগ্রহ বাড়বে। তিনি রাজধানীতে ঘোষণা করে দিলেন, রাজকুমার নগর দর্শনে বেরুবেন ; নগরের সর্বত্র যেন উৎসবের আয়োজন করা হয়। রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কোন বৃদ্ধ, রোগী বা ভিখারী যেন রাস্তায় না বেরোয়। যুবরাজের নগর ভ্রমণের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানীর কোন মৃত লোককে দাহ করা চলবে না।

নির্দিষ্ট দিনে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করে সিদ্ধার্থ রাজপথ দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলেছেন। সারথি ছন্দক। সুরম্য রাজপথের সর্বত্র আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়েছে। প্রজারা তাদের ভাবী রাজাকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সব আনন্দ কোলাহল করছে। সিদ্ধার্থ দেখে বেশ খুশী মনে চলেছেন। রথ নগরের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেছে। সিদ্ধার্থ ছন্দককে রাজধানীর বাইরে আরও খানিকদূর চালাতে বললেন।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সামনে পড়ল এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক। হাত বাড়িয়ে বলছে, বাবা, কিছু ভিক্ষা দাও।

তার চক্ষু কোটরগত। লোলচর্ম। হাতে একখানি লাঠি। লাঠির সাহায্যেও সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। একটাও দাঁত নেই। কণ্ঠস্বরও প্রায় রুদ্ধ।

বুকে হাতে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভিখারী আবার বলল, রাজা বাবা, কিছু ভিক্ষা দাও। আজকার মত কিছু ভিক্ষা দাও। কাল হয়ত আর বাঁচব না।

সিদ্ধার্থ লোকটাকে দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছেন। এমনটি তিনি আর দেখেন নি জীবনে। চেহারা খানিকটা মানুষের মত বটে। কথাগুলোও অনেকটা মানুষের মত শোনাচ্ছে, কিন্তু এতদিন তিনি যে-সব মানুষ দেখেছেন, তাদের সঙ্গে এর এত পার্থক্য!

সারথি পাশ কাটিয়ে রথের গতি বাড়িয়ে দিল। সিদ্ধার্থ তাকে রথ থামাতে বললেন। সারথি বড়ই বিব্রত হয়ে রথ থামিয়ে দিল।

সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা কে? ও অমন করছে কেন?

সারথি রাজার আদেশ মনে করে ইতস্তত করল। কিন্তু সিদ্ধার্থের আগ্রহে বলতে বাধ্য হল, লোকটা অতি বৃদ্ধ বলে ঐ রকম বিশ্রী দেখাচ্ছে। ওর বয়স আশির মত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন, কেবল এরই এমন অবস্থা হয়েছে; না আরো লোকের এ রকম হয় ?

সারথি উত্তর দিল, সব মানুষেরই বৃদ্ধ অবস্থায় শরীর শিথিল হয়ে যায়। লাঠি ভর দিয়েও তখন মানুষের চলা মুস্কিল হয়।

সিদ্ধার্থ বড় চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বয়স বেশী হলে আমারও ঐ রকম হবে ? যশোধারারও হবে ?

সারথি বলল, বুড়ো হলে সকল লোকেরই ওরকম হয়। ঐ লোকটিও একদিন শিশু ছিল, তারপর শক্তিমান যুবক হয়েছিল, এখন এই অবস্থা। আর কিছুদিন পরে লোকটা মরে যাবে।

মৃত্যু! সেকি! সিদ্ধার্থ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

এমন সময় অদূরে কতকগুলি লোক একটা মৃতদেহ কাঁধে করে আসছে দেখা গেল। মাঝে মাঝে তারা চীৎকার করে বলছে, হরি বল—বল হরি! তাদের পিছনে পিছনে আরও অনেকগুলি লোক কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন, এরা সব কারা ? কাপড়ে ঢেকে ওরা ওটা কি কাঁধে করে আনছে ? লোকগুলি ভগবানের পবিত্র নাম করছে, আবার কতগুলো লোক কাঁদছেও। ব্যাপারটা কি বল দেখি ?

সারথি এবার আরও বেশী বিব্রত হ'ল। ঠিক যে-সব বিষয়ে রাজার নিষেধ আছে, সেগুলি একে একে সামনে এসে পড়ছে। রাজধানীর একেবারে বাইরে এসে পড়া ঠিক হয় নাই। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা না বলেও উপায় নেই।

সারথি বলল, কুমার, ওরা একটা মরা নিয়ে যাচ্ছে। লোকটির দেহে এখন আর প্রাণ নেই। তার আত্মীয়-স্বজন তাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে দাহ করবে। তাই ওর আপনজনেরা কাঁদছে।

সিদ্ধার্থ শিউরে উঠলেন। কতকটা ভয়ার্ত স্বরে জানতে চাইলেন, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকটিই কি জগতে প্রথম মরল, না এমনি আরও কেউ আগে মরেছে ?

সারথি বলল, কুমার, জগতে সব লোকই মরে, কেউ চিরকাল বেঁচে থাকে না। যে জীবন পেয়েছে, তাকে একদিন মরতেই হবে। যে-কোন বয়সেই লোক মরতে পারে। এতে বালক-বৃদ্ধের কোন ভেদ নেই। কালাকালও নেই।

সিদ্ধার্থ মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। আজ যা সব দেখলেন ও শুনলেন, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। মানুষের জীবন, যৌবন— সবই ক্ষণস্থায়ী। মানুষকে সর্বদাই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এগুতে হয় ; তারপর একদিন বিনাশের মুখে দাঁড়াতে হয়। তবে আমোদ-প্রমোদে, বিলাস-ব্যসনে লোকে কেন মগ্ন হয় ?

ছন্দককে তিনি রথ ফিরিয়ে নিতে বললেন। রাজকর্মচারীরা প্রবেশ-পথে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু কোন দিকে তিনি মন দিতে পারলেন না। জীবন, ভোগ, বিলাস তাঁর কাছে দুর্বিষহ মনে হ'ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহত্যাগ

সেদিন সুস্বাদু খাদ্য সিদ্ধার্থের মুখে রুচি আনল না। পত্নীর সাদর সম্ভাষণও ভাল লাগল না। কয়েকদিন পূর্বে ভূমিষ্ট একমাত্র শিশুপুত্রের মুখ দেখেও তাঁর কোন আনন্দ হ'ল না। তিনি নিদ্রাহীন চোখে মানুষের দুর্দশার কথা ভাবতে লাগলেন। অথচ মানুষ এত ভীষণ পরিবর্তন ও সর্বশেষ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কি করে নিশ্চিন্ত মনে ভোগ-বিলাসে মগ্ন হতে পারে, একথা ভেবে তাঁর দুঃখের আর অবধি রইল না।

এই সর্বব্যাপী বিনাশের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কি কোন উপায় নেই ? রাত্রে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে একটা জামগাছের নীচে বসে তিনি এই কথা চিন্তা করতে লাগলেন। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক সাধু পুরুষের মূর্তি। শান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ, কৃশ কিন্তু স্বাস্থ্যবান। সর্বাংগ থেকে জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে।

সিদ্ধার্থ মূর্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের দুঃখের কি নিবৃত্তি হতে পারে না ? পারে যদি, কি উপায় ?

মূর্তি জবাব দিল, যেখানে দুঃখ আছে, সেখানে খুঁজে দেখলে সুখেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। ভোগের থেকে যে-সুখ তা অস্থায়ী। স্থায়ী সুখ কি তা না জানায়, আর কি উপায়ে তা পাওয়া যায় সে-পথ অজ্ঞাত থাকায়, লোকে দুঃখের মধ্যেই হাবুডুবু খায়। নির্বাণেই স্থায়ী শান্তি। তুমি বুদ্ধ, জ্ঞানী। তুমি সত্য জ্ঞান লাভ করে জগতে তা প্রচার করবে। তুমি জগতের শিক্ষক। জগতের মানব তোমার দিকে চেয়ে আছে। এখনই সময়। তুমি সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধার্থের মনে বড় আনন্দ হ'ল। তিনি উঠে পড়লেন। এখনই সময়, এখনই সময়, এখনই সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হবে। একবার যশোধারাকে আর শিশুপুত্র রাহুলকে দেখবার ইচ্ছা হ'ল। নিজের শয়ন-কক্ষে গেলেন। দেখলেন যশোধারা অঘোরে ঘুমাচ্ছেন, পাশে শিশু অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মুখে তার দুষ্টামির হাসিটুকু এখনও লেগে আছে। তাকে একবার কোলে করে চুমো খাবার ইচ্ছা হল। কিন্তু তা হলে হয়ত ছেলে ও মা দু'জনেই জেগে উঠবে। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করে সিদ্ধার্থ দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

গভীর রাত্রি। ত্বরিত পদে তিনি এগিয়ে গেলেন, সারথি ছন্দকের গৃহের দিকে। তাকে জাগিয়ে তিনি কণ্টককে তৈরী করে নিতে বললেন। কণ্টক তার প্রিয় অশ্বের নাম। সে তাকে বহুদিন বহন করেছে। আজ শেষ বারের মত তার উপর আরোহণ করে তিনি সত্যের সন্ধানে যাত্রা করবেন।

কণ্টক তৈরী হলে তিনি তার পিঠে উঠলেন। সঙ্গে ছন্দক। শুদ্ধোদন নূতন শক্ত লোহার দরজা নির্মাণ করিয়েছেন। সারারাত্রি সেখানে পাহারার বন্দোবস্ত করেছেন। সিদ্ধার্থ যাতে ফাঁকি দিয়ে অজ্ঞাতে বেরিয়ে যেতে না পারেন। কিন্তু কে যেন সেদিন রক্ষীদের নিদ্রাভিভূত করে রেখেছে। দরজা আপনি খুলে গেল।

কণ্টক ঊর্ধ্বমুখে ছুটে চলেছে। আজ রাত্রেই কপিলবস্তু অতিক্রম করতে হবে। মাঝে মাঝে পিতা, মাতা, পুত্র ও পত্নীর কথা মনে হচ্ছে। মনে মনে তাঁদের উদ্দেশ্য করে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—আমি যে অমৃত আহরণ করতে যাচ্ছি, তা জগতের সকল লোককে স্থায়ী আনন্দের সন্ধান দেবে। সেই বিরাট আনন্দের আগমনী তোমাদের ক্ষুদ্র দুঃখ দূর করুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কপিলবস্তুর শেষ প্রান্তে এসে ছন্দক কণ্টকের গতিরোধ করল। সামনেই মগধ রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। সিদ্ধার্থ মাটির উপর দাঁড়ালেন। একে একে গাত্রাবরণ, কর্ণের কুণ্ডল খুলে ছন্দকের হাতে দিলেন, বললেন, এগুলি পিতাকে দেবে।

তারপর তিনি নগ্ন পদে মগধ রাজ্যের দিকে এগিয়ে চললেন। ছন্দক কান্নায় ভেংগে পড়ল।

পৃথিবীর বুকের উপর তখনো অন্ধকারের ঘনচ্ছায়া ব্যাপ্ত হয়ে আছে, আর ঊর্ধ্বে নীল আকাশে তখনো নক্ষত্ররাজি ঝলমল করছে।

LIBRARY
No
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজগৃহে

মগধের রাজধানী রাজগৃহ চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পূর্বদিকে রত্নগিরি। শ্যামল বৃক্ষরাজি শোভিত। কোথাও ডুমুর অশ্বত্থ, কোথাও বা বেণুবন। কোথাও আবার নানাপ্রকার বন্য ফুলের গাছ। ছোট ছোট ঝরনা। কোথাও বা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী।

পাহাড়ের অনেক ঊর্ধ্বে একটা গুহা। এই গুহায় বাস করেন সিদ্ধার্থ। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে স্রোতস্বিনীর জলে স্নান করেন। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ধ্যানমগ্ন থাকেন। পরে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নগরীর মধ্যে ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়েন। তার সৌম্য কান্তি দেখে নগরবাসীরা অবাক হয়ে যায়। কেউ বলে, দেব, আমার গৃহে আগমন করুন। গৃহস্থদের ছেলেমেয়েরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। কেউ কেউ বলে, স্বর্গের দেবতা নরদেহ ধারণ করেছেন। গৈরিক বস্ত্র দেহের শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ভিক্ষার শেষে ফিরে আসেন সেই গুহায়। সর্পিল উঁচুনীচু রাস্তা ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে আসেন। অপরাহ্নে আবার ধ্যানমগ্ন। এমনি অবস্থায় থাকেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত। শৃগাল, ব্যাঘ্র, বন্য কুক্কুটের শব্দ ভেসে যায় গুহার পাশ দিয়ে। তারা সিদ্ধার্থের অন্তরে একটু স্পন্দনও জাগাতে পারে না।

প্রবল শীত, দারুণ গ্রীষ্ম, ঘন বর্ষা—সব অবস্থায় কঠোর সাধনা করে চলেছেন সিদ্ধার্থ—সত্যের সন্ধানে, শান্তির সন্ধানে।

সিদ্ধার্থের গুহার কিছু দূরে থাকেন আরো অনেক কঠোরব্রতী তপস্বী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ হেটমুণ্ড হয়ে:থাকেন। সারাদিন কেউ লোহার কাঁটার উপর শুয়ে ভগবানের নাম জপ করেন; কেউ স্বেচ্ছায় দেহের কোন্ অঙ্গ ছেদন করে ভগবানের নামে উৎসর্গ করেছেন; কেউ দীর্ঘকাল উপবাসী। এমনি সব কঠোর সাধনায় মগ্ন তপস্বীরা সিদ্ধার্থের গুহাশ্রমকে ঘিরে রয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাগমুক্তি

প্রতিবেশী তপস্বীদের সাথে মাঝে মাঝে সিদ্ধার্থ ধর্মালোচনা করেন। একদিন আলোচনা করতে করতে দেখতে পেলেন, অনেকগুলি ছাগ আর মেষপাল পাহাড়ের নীচ দিয়ে চলেছে। তাদের খুরের আঘাতে ধূলা উড়ছে। বাটুল হাতে কয়েকজন লোক সেগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দলের পিছনে পিছনে চলেছে একটা ছাগী, আর দুটি বাচ্চা। একটা বাচ্চা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, পায়ে বোধ হয় আঘাত লেগেছে। ছাগী এই বাচ্চাটাকে আগলিয়ে আগলিয়ে পেছনে চলছে। অন্য বাচ্চাটা লাফাতে লাফাতে আগে যাচ্ছে, কিন্তু মাকে ফেলে এগুতে মন সরছে না। আবার লাফিয়ে মার কাছে ফিরে আসছে।

সিদ্ধার্থ নীচে নেমে এলেন। আহত বাচ্চাটিকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন, তারপর কাঁধে তুলে ছাগীটির দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, নে এইবার চল, দলের সঙ্গে পা এগিয়ে চল।

ছাগীটি যেন ভরসা পেল। যেন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে করুণাবতারের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে তাকাতে পথ চলতে লাগল।

রক্ষকদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন সিদ্ধার্থ, ভাই, তোমরা দুপুর বেলা এদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন? এদের ঘাস খাওয়াবে না?

রক্ষক দলটি চালিয়ে নিয়ে চলছে আগে আগে, কিন্তু সিদ্ধার্থের ব্যাপারটা তার নজর এড়ায় নি। সে সাধুর কাজ দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে। এখন তিনি এগিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়েছেন। বেশ সম্ভ্রমের সংগে হাতজোড় করে সে বলল, এগুলোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। এদের আজ যজ্ঞে বলি দেওয়া হবে। মহারাজ বিম্বিসারের কোন পুত্র নেই। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছেন।

দুশ্চিন্তায় সিদ্ধার্থের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। ছাগগুলির ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁর দুঃখের অবধি রইল না। তাদের জন্য মনের বেদনায় তিনি করুণার্দ্র হলেন।

পথ চলতে চলতে রক্ষকেরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করল। পুরোভাগে সিদ্ধার্থ। সেই ছাগশিশুটি তার স্কন্ধে। পিছনে ছাগের দলটি। রাস্তার উভয় পার্শ্বের লোকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে। হাতের কাজ ফেলে সবাই ছুটে আসছে সাধুকে দেখতে। এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, ব্যাপার কি? পুণ্যপুরুষ ছাগপাল নিয়ে রাজবাড়ির দিকে কেন চলেছেন?

রাজবাড়ির সিংহদ্বারে এসে সিদ্ধার্থ দ্বারীকে বললেন, আমি রাজদর্শন করব।

বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাঁকে নিয়ে চলল রাজা বিম্বিসারের কাছে।

রাজা তখন যজ্ঞভূমিতে স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট। পুরোহিতগণ মন্ত্র পাঠ করছেন। যজ্ঞকুণ্ড থেকে অগ্নির লেলিহান শিখা উঠছে। পাশে বালুকাময় একটা নালা। তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে রক্তের স্রোত। স্তূপীকৃত হত ছাগের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে একপাশে। আর একপাশে কতকগুলি ছাগ রজ্জু দিয়ে বাঁধা, দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সিদ্ধার্থ এগিয়ে গেলেন রজ্জুবদ্ধ ছাগগুলির দিকে। সেগুলি যেন হতাশ ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল। চোখে তাদের ব্যাকুল চাহনি। তিনি তাদের গলার রজ্জু খুলে দিলেন।

রাজার লোকেরা ছুটে এল। পুরোহিতরা ছুটে এল। রাজা নিজে এগিয়ে এলেন। ব্যাপার কি? বলির ছাগ তিনি মুক্ত করে দিচ্ছেন কেন?

যজ্ঞে বলি দিয়ে কি হবে? জিজ্ঞাসা করলেন সিদ্ধার্থ।

বিম্বিসার উত্তর দিলেন, আমার পুত্র হয় নি। তাই দেবতাদের তুষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য আমি যজ্ঞ করছি। শাস্ত্রের বিধান, যজ্ঞে পশু বলি দিতে হয়। এতে পুণ্য লাভ হবে। আমার পাপ দূর হবে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেছেন, সেই পুণ্যে আমার পুত্র লাভ হবে।

সিদ্ধার্থ বললেন, মহারাজ, জীবহত্যা করে পুণ্য হতে পারে না। এতে পাপই হয়। অবোধ ছাগ সজল চোখে চেয়ে আছে, দেখুন। এদের উপর করুণা করলে আপনার পুণ্য হবে। প্রাণ সকলের কাছেই প্রিয়। সকলেই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি কারও প্রাণ দিতে পারেন না। অপরের প্রাণ নেবার আপনার কি অধিকার রয়েছে? আপনি দেবতাদের দয়াপ্রার্থী, কিন্তু এই নিরীহ পশুগুলির প্রতি নির্দয়।

তিনি বলে চললেন, সৎকর্মের দ্বারা পুণ্য লাভ হয়। হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ, লোভ ও লালসা বর্জন, সর্বজীবে প্রেম—এর দ্বারাই সত্যিকারের পুণ্য হয়। জীবহত্যাদ্বারা পাপেরই বৃদ্ধি হয়।

বিম্বিসার সাধু পুরুষের যুক্তি শুনে নিজের অন্যায় বুঝতে পারলেন। লজ্জিত হয়ে সিদ্ধার্থের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রাজ্যময় তখনই প্রচার করে দিলেন, তাঁর রাজ্যে কেউ আহারের জন্য বা যজ্ঞার্থে পশুবধ করতে পারবে না।

পরে তিনি বললেন, আমার পুত্র নেই। আপনি আমার পুত্রের ন্যায় রাজগৃহে বাস করুন।

সিদ্ধার্থ বললেন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্র, স্নেহময় পিতা—এসব আমার আছে। কিন্তু আমি তাদের ত্যাগ করে সত্যানুসন্ধানে বেরিয়েছি। এখনও 'আমি' পথের সন্ধান পাই নি।

বিম্বিসার প্রার্থনা করলেন, আপনি সত্যের সন্ধান পেলে আমাকে যেন শিষ্য রূপে গ্রহণ করে অনুগৃহীত করেন।

সিদ্ধার্থ তাকে আশ্বাস দিলেন। সেই দিনই তিনি রাজগৃহ ত্যাগ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উরুবিল্ব

উরুবিল্ব গয়ার নিকটে অবস্থিত। নিরঞ্জনা আর ফল্গু নদী এখানে মিশেছে।

সিদ্ধার্থ পদব্রজে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। পাহাড়ের কোলে জায়গাটা বেশ নির্জন। পাশে গুহায় পাঁচজন সাধু বাস করেন। তাঁরা সকলেই কঠোর তপস্বী। সিদ্ধার্থ তাঁদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। সারাদিনরাত্রি ধ্যানে মগ্ন থাকেন। আহার কমতে কমতে একেবারে নিরাহারের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। মাত্র একটি তণ্ডুল সন্ধ্যাকালে গ্রহণ করেন। সাধু পাঁচজন তাঁর তপস্যায় এত আকৃষ্ট হলেন যে তাঁরাও তাঁকে গুরু বলে মেনে নিলেন।

কঠোর তপস্যা আর অনাহারের ফলে তিনি খুব কৃশ আর দুর্বল হয়ে পড়লেন। চলতে চলতে হঠাৎ একদিন তিনি মাটির উপর পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। পাশ দিয়ে এক পশুপালক যেতে যেতে তাঁকে এই অবস্থায় দেখতে পেল। বহু যত্ন করে গাছের ডাল দিয়ে তার মুখের উপর ছায়া করে দিল। তার সঙ্গে একটা দুগ্ধবতী ছাগী ছিল। তার বাট-টিপে সে সিদ্ধার্থের মুখে একটু দুধ দিল। তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে চোখ মেলে চাইলেন।

পশুপালকের ভাঁড়ে দুধ আছে দেখে সিদ্ধার্থ বললেন, তোমার ভাঁড় থেকে একটু দুধ আমার মুখে দাও।

পশুপালক বলল, আপনি সন্ন্যাসী। আমি শূদ্র। আমার দেওয়া দুধ কি আপনি গ্রহণ করবেন?

সিদ্ধার্থ বললেন, সব মানুষের দেহে যে-রক্ত তার রঙ এক। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ অজ্ঞতা মাত্র। কোন লোক যজ্ঞোপবীত নিয়ে জন্মায় না। সৎকর্মের যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশুপালক তখন পরম শ্রদ্ধার সহিত দুধের পাত্রটি সিদ্ধার্থের দিকে এগিয়ে দিল।

এর পর শরীরকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধার্থের মনে সংশয় জাগল। তিনি পরিমিত আহার গ্রহণ করতে লাগলেন। এ দেখে তাঁর পঞ্চশিষ্য ভাবলেন, সিদ্ধার্থ সাধনার পথ ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই তাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করলেন।

সিদ্ধার্থ আবার চিন্তান্বিত হলেন। কোনপথে মুক্তির সন্ধান মিলবে, এ নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

একদিন তিনি বসে বসে এই চিন্তা করছেন, এমন সময় দেখলেন, সামনের রাস্তা দিয়ে একদল নর্তকী চলেছে। গান-বাজনার সব সরঞ্জাম তাদের সঙ্গে রয়েছে। নগরের দিকে তারা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন গান গাইতে গাইতে চলেছে। বলছে, বীণার তার ঠিক করে বেধে নাও। শক্ত করে বাঁধলে ছিঁড়ে যাবে। ঢিলা বাঁধলে বীণা সুর দেবে না।

সিদ্ধার্থের মনে হ'ল তাঁকে লক্ষ্য করেই যেন ওরা ঐ গান গাইছে। তখন তিনি স্থির করলেন, মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠ। কষ্ট বা আরাম এ দুটোর কোনটাই খাঁটি পথ নয়।

নিরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্বের পাশে একটা ছোট গ্রাম। নাম তার সেনানী। সেখানে বাস করেন এক ভূস্বামী। তাঁর নাম থেকেই ঐ গ্রামের নাম সেনানী। ভদ্রলোক যেমন অর্থশালী তেমনি দাতা। দরিদ্রের জন্য তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত। তাঁর স্ত্রীর নাম সুজাতা। বেশ সৎস্বভাবা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনদেবতার কাছে সুজাতা একদিন মানত করলেন, আমার একটি ছেলে হ'ক। আমি তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজা দেব।

দেবতা তার প্রার্থনা পূরণ করলেন। তাই প্রিয় সখী রাধাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলেছেন বনদেবতার মন্দিরে পূজা দিতে। মাথায় ডালিতে ঘৃতপক্ক সুখাদ্য, নৈবেদ্য, ফুল, বিভিন্ন পূজার দ্রব্য আর কোলে রয়েছে শিশুটি। রাধা একটু আগেই গিয়েছে। মন্দিরটি পরিষ্কার করে রাখবার জন্য। মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখে গাছের ছায়ায় বসে আছেন সিদ্ধার্থ। চারিদিক জ্যোতির ছটায় আলোকিত।

রাধা ছুটে এল সুজাতার কাছে। বলল, সাক্ষাৎ বনদেবতা তোমার পূজা নিতে এসেছেন।

ত্বরিতপদে দুজনে সিদ্ধার্থের নিকট এল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুজাতা মাল্যচন্দন, ধূপ, দীপ প্রভৃতি নানা উপচারে সিদ্ধার্থের পূজা করলেন। তারপর পিষ্টকাদি দিয়ে তাঁকে আহার করালেন।

অনাহারে সিদ্ধার্থের শরীর এখনও বেশ কৃশ ও দুর্বল। এতক্ষণ চুপ করে সুজাতার পূজাদি দেখেছেন। সুজাতার প্রদত্ত আহার তাঁর শরীরে বল এনে দিল। মন খুব প্রফুল্ল ও সতেজ বোধ হ'ল।

সুজাতা আর তার শিশুপুত্রকে আশীর্বাদ করে তিনি এগিয়ে চললেন সামনের অশ্বত্থ বৃক্ষের দিকে। আসনে বসে প্রতিজ্ঞা করলেন, যতদিন সত্যজ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন আসন ত্যাগ করে উঠবেন না। শরীরের রক্তমাংস পচে গলে গেলেও তিনি আসন ছেড়ে উঠবেন না।

চারদিকে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। জগৎ এই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিল। স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ যেন অমৃত বহন করে নিয়ে এল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধিলাভ

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। চাঁদ আকাশে এবং পৃথিবীতে তার সুধাভাণ্ড উজাড় করে দিয়েছে। সমগ্র মানবজাতির জন্য আজ উত্থিত হবে মৃত-সঞ্জীবনী—তার অগমনের আহ্বান-সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়েছে স্বর্গে, মর্ত্যে ও অন্তরীক্ষে।

কিন্তু এতে বাধা দিতে এল মার। সে হ'ল অমংগল শক্তিসমূহের মূর্ত বিগ্রহ—বাসনা, মৃত্যু ও অসত্যের জনক। সিদ্ধার্থকে সে নানারূপ বিভীষিকা আর প্রলোভন দেখিয়ে সত্যের সন্ধান থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি এসব উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ধ্যান করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে সত্য তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন অজ্ঞানের ফলে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তির বশে জীব বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু বরণ করে। অহংকারকে নাশ করতে পারলে সংসারে আসক্তি থাকে না এবং নির্বাণ লাভ হয়।

দুঃখ নিবৃত্তির উপায় এই অষ্ট ধর্মমার্গ তাঁর নিকট উদ্ভাসিত হ'ল ঃ যথার্থ বোধ, সাধু সঙ্কল্প, সদুক্তি, সৎকার্য, সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ, যথার্থ উদ্যম, সৎ চিন্তা এবং প্রশান্ত মানসিক অবস্থা।

এই জ্ঞান লাভ করে তিনি জ্ঞানী বা বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। উনপঞ্চাশ দিন যাবৎ তিনি নির্জনে পরমানন্দ উপভোগ করলেন।

এই সময়ে দুজন বণিক, ভল্লিক আর তপুস্স ঐ বনের কাছ দিয়ে যেতে যেতে আনন্দময় পুরুষকে দেখে তাঁকে পিষ্টক আর মধু দিয়ে প্রণাম করে তাঁর ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করলেন। এঁরা দুজন হলেন বুদ্ধের প্রথম শিষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মপ্রচার

বুদ্ধ ভাবলেন, আমি যে সত্য লাভ করেছি তা মানুষের কল্যাণের জন্য প্রচার করতে হবে। আমার পঞ্চশিষ্য বারাণসীতে বাস করছে। তারা আমাকে ত্যাগ করেছে বটে; কিন্তু তাদের কাছেই আমি প্রথম ধর্মপ্রচার করব।

বারাণসীর নিকটে মৃগবন বা সারনাথে তখন তার পঞ্চশিষ্য অবস্থান করছেন। বুদ্ধ সংবাদ নিয়ে সেখানে এলেন।

পঞ্চশিষ্য তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখে ঠিক করল যে, তাঁকে অভিবাদন করা হবে না বা তাঁকে গুরু বলে সম্বোধন করা হবে না। তাঁকে নাম ধরে ডাকা হবে।

কিন্তু বুদ্ধ কাছে এসে উপস্থিত হলে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন না করে পারল না। কিন্তু তারা তাঁকে গুরু বলে সম্বোধন না করে বন্ধু বলে সম্বোধন করল।

বুদ্ধ ধীরে ধীরে তাদের তিনি যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, তা শোনাতে লাগলেন। ধর্মপথে চলবার নিয়ম অষ্ট ধর্মমার্গ তাদের নিকট ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। একে একে পঞ্চশিষ্য আবার তাঁকে গুরুত্বে বরণ করল।

ক্রমে তাঁর বাণী শুনতে বহু লোক আসতে লাগল এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। একটা বিরাট সংঘ গড়ে উঠল। দিকে দিকে লোক দলে দলে বলতে লাগল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারাণসীর গৃহে গৃহে বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হ'ল। শিষ্যদের বিশেষ শিক্ষা দিয়ে তিনি চারদিকে প্রেরণ করলেন। বিরাট ভিক্ষুসংঘ সঙ্গে নিয়ে তিনি পদব্রজে আবার উরুবিল্বে এসে উপস্থিত হলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করল।

এবার তিনি এলেন মগধে। মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, জন্মে আমার পাঁচটি কমনা ছিল ঃ প্রথম কামনা, আমি যেন রাজা হতে পারি। দ্বিতীয় কামনা ছিল, ভগবান বুদ্ধ যেন আমার রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়ে আমার রাজ্যে অবস্থান করেন। আমার তৃতীয় কামনা ছিল, আমি যেন বুদ্ধের পূজা করবার সুযোগ পাই ; আমার চতুর্থ কামনা ছিল, বুদ্ধ যেন স্বয়ং তার বাণী আমাকে শোনান। আমার পঞ্চম কামনা ছিল, বুদ্ধের বাণী যেন আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। আমি ধন্য যে আমার সব কয়টি কামনা পূর্ণ হয়েছে।

বিম্বিসার সশিষ্য বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে আহার করালেন। রাজা তাঁর প্রমোদ-উদ্যান বেণুবন ভগবান বুদ্ধ ও শিষ্যদের দান করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শারিপুত্র, মৌদ্গলায়ন ও অনাথপিণ্ডিক

শারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ন দুই মিত্র। বুদ্ধের বাণী শুনে তাঁরা শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর সংঘে যোগ দিলেন। এঁরা বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে গণ্য।

রাজগৃহে এই সময় অনাথপিণ্ডিক নামে এক ধনী ব্যাক্তি ব্যবসা উপলক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কোশল দেশের রাজধানী শ্রাবস্তীর অধিবাসী। বুদ্ধের বাণীতে তাঁর মন আকৃষ্ট হ'ল। তবে তিনি বহু ধনৈশ্বর্যের অধিকারী, সে সব ত্যাগ করে তিনি কি ভিক্ষুর জীবন যাপন করবেন? এ বিষয় মীমাংসা করবার জন্য তিনি বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা জানালেন।

বুদ্ধ বললেন, তুমি অষ্টশীল পালন কর। তাহলে তোমার ধর্মপালন করা হবে। আসক্তিশূন্য হয়ে তুমি ধনের সদ্ব্যবহার কর। এর চেয়ে আর বড় ধর্ম কি? জীবনে যে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন, সকলকেই পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী হতে হবে। হিংসাদ্বেষের বশবর্তী না হয়ে কর্তব্য পালন করলে জীবনে পরমানন্দ লাভ হয়।

অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধকে বললেন, আমি সংঘের জন্য এক বিহার নির্মাণ করতে চাই; আপনাকে অনুগ্রহ করে তা গ্রহণ করতে হবে।

বুদ্ধ সম্মতি দিলেন, অনাথপিণ্ডিক শারিপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাবস্তী নগরে এসে উপস্থিত হলেন।

সংঘারামের উপযোগী জায়গা দেখতে দেখতে যুবরাজ জেতকুমারের রম্য উদ্যান তিনি পছন্দ করলেন। উদ্যানটি খুব সুন্দর, নানা বৃক্ষ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলাশয় শোভিত। জেতকুমারের নিকট আনাথপিণ্ডিক ঐ উদ্যান ক্রয় করার প্রস্তাব করলেন। যুবরাজ উদ্যান বিক্রয়ে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি অনাথপিণ্ডিককে এড়াবার জন্য বললেন, যদি আপনি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে উদ্যানের সব জায়গা আচ্ছাদিত করে দিতে পারেন, যাতে মাটি দেখা না যায়, তা হলে আমি আপনাকে সেই স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এই উদ্যান বিক্রয় করতে পারি।

অনাথপিণ্ডিক তখন উদ্যানের মাটির উপর স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। যুবরাজ জেত ভেবেছিলেন, অনাথপিণ্ডিক অত স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারবেন না বা একটা উদ্যানের জন্য অত ধন দিতে রাজী হবেন না। কিন্তু অনাথপিণ্ডিককে স্বর্ণমুদ্রা নিক্ষেপ করতে দেখে তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বললেন, আমি এ উদ্যান বিক্রয় করব না।

কুমার জেত ভাবলেন, এত ধন বিনিময়ে কেন অনাথপিণ্ডিক এই উদ্যান নিতে চান। খোঁজ নিয়ে যখন জানলেন যে তিনি বুদ্ধ-সংঘের জন্য এখানে সংঘারাম নির্মাণ করতে চান, তখন তিনি অনাথপিণ্ডিককে বললেন, আমি অর্ধেক স্বর্ণ গ্রহণ করব। উদ্যানের ভূমি আপনার কিন্তু এর বৃক্ষগুলি থাকবে আমার। আমি এই বৃক্ষগুলি ভগবান বুদ্ধকে দান করব।

কুমার জেত নিলেন বৃক্ষ আর অনাথপিণ্ডিক নিলেন ভূমি। শারিপুত্রের উপর দুজনেই এর রক্ষার ভার দিলেন।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হ'ল। সুন্দর মন্দির নির্মিত হলে সাড়ম্বরে বুদ্ধের উপস্থিতিতে বুদ্ধ ও সংঘের নামে তা উৎসর্গ করা হ'ল।

এর পর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং তাঁর রাজ্যের বহু লোক বুদ্ধের অনুগামী হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

কপিলবস্তুতে পুনরাগমন

বুদ্ধ গৃহত্যাগ করেছেন আজ সাত বৎসর। রাজা শুদ্ধোদন অনেক খোঁজ-খবর নিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধের কোন সংবাদ পান নি। দূর-দূরান্তে সংবাদবাহক পাঠিয়েছেন। কোন সাধুর দেখা পাওয়া গেলে তাকে রাজবাড়িতে আনিয়ে দেখেছেন, সিদ্ধার্থ কিনা। কিন্তু পুত্রকে না পেয়ে হতাশ হয়েছেন। এখন মনে মনে স্থির করে নিয়েছেন, তাঁকে আর পাওয়া যাবে না।

এদিকে যশোধারা শোকে ম্রিয়মাণা। তিনি বিধবার মত বেশ ধারণ করে থাকেন। সিদ্ধার্থ মাথার চুল কেটে ফেলেছেন শুনে তিনিও মাথার চুল কেটে ফেলেছেন। একবার মাত্র সামান্য আহার করেন।

একদিন যশোধারা পুত্র রাহুলকে কোলে নিয়ে বাগানে গিয়ে বসলেন। এখানে সিদ্ধার্থ রোজ বসতেন। এমন সময় সহচরী এসে সংবাদ দিল, দুজন বণিক এসেছে, তারা সিদ্ধার্থের খবর বলতে পারে।

যশোধারা তখনই তাঁদের মহলে ডাকালেন। এঁরা দুজন হলেন তপুস্য আর ভল্লিক—বুদ্ধের প্রথম শিষ্য। হস্তিনাপুরে এঁদের গৃহ। দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে ধন উপার্জন করেন।

বণিকদ্বয় বললেন, আমরা সে পুণ্য-পুরুষকে দর্শন করেছি। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। জগতের কল্যাণের জন্য বারাণসী, উরুবিল্ব, মগধের সর্বত্র ধর্মের বাণী প্রচার করে ঘুরছেন। এখন তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহে অবস্থান করছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজগৃহে তখনই লোক পাঠালেন শুদ্ধোদন। দ্রুতগামী অশ্বে তারা রওনা হ'ল। সেখানে পৌঁছে তারা দেখল, বুদ্ধ ধর্মকথা শোনাচ্ছেন। সেই বাণী শুনতে শুনতে তারা তন্ময় হয়ে গেল। তারা যে-কাজের জন্য এসেছে, সে-কাজের কথা একেবারে ভুলে গেল।

বিলম্ব দেখে শুদ্ধোদন আবার লোক পাঠালেন। তাদের বলে দিলেন, তোমরা গিয়ে বুদ্ধকে বল, মৃত্যুর পূর্বে তোমার পিতা তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। তিনি শুনেছেন, তোমার ধর্মোপদেশে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে। কিন্তু তিনি বা তোমার পত্নী বা আত্মীয়স্বজন সে সুযোগ এখনও পান নাই। তুমি তাঁদের সে সুযোগ হতে বঞ্চিত করো না।

পুণ্য-পুরুষ পিতার একথা শুনে তখনই কপিলবস্তুতে যেতে প্রস্তুত হলেন। সমাগত লোকদের বললেন, যাঁদের থেকে আমরা জীবন লাভ করেছি এবং উপকার পেয়েছি, তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

কপিলবস্তুতে প্রচারিত হ'ল, সিদ্ধার্থ সিদ্ধি লাভ করে নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করছেন। চারদিকে অভ্যর্থনার আয়োজন হ'ল। রাজপথ সুসজ্জিত হ'ল। নগরের প্রবেশ পথে তোরণ নির্মিত হ'ল।

বুদ্ধ আগে, পিছনে ভিক্ষু-সংঘ—সকলে নগরে প্রবেশ করলেন। মস্তক মুণ্ডিত, গাত্রে গৈরিক বস্ত্র, হস্তে ভিক্ষাপাত্র! ধনীর দুলাল দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরের সামনে মাটির ভিক্ষাপাত্র সহাস্য মুখে বাড়িয়ে ধরছেন। যে যা-পারছে তাতে ভিক্ষা দিচ্ছে। কেউ ঘরের ভিতর আরও কিছু আনতে যাচ্ছে। এমন ভিক্ষুক শ্রমণ ত তারা আর দেখে নি। প্রশান্ত মুখশ্রী, জ্যোতির ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়েছে।

শুদ্ধোদন অমাত্যগণের সঙ্গে বুদ্ধের অভ্যর্থনার জন্য আসছিলেন; দূর থেকেই তিনি বুদ্ধের সুন্দর মহিমান্বিত রূপ দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। সিদ্ধার্থেরই আকৃতি বটে, কিন্তু এ আর সিদ্ধার্থ নয়। তাঁর পুত্র নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে আনন্দ হ'ল আবার সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ তাঁর মনে ছায়াপাত করল।

শুদ্ধোদন রথ থেকে নেমে বুদ্ধকে সম্মান দেখালেন, যেমন সাধুসজ্জনদের করে থাকেন। পুত্রকে অভিবাদন করে বললেন, আমি আজ সাত বৎসর তোমাকে দেখি নি। আজ তোমাকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে।

শুদ্ধোদনের মনে হতে লাগল, তিনি পুত্রকে নাম ধরে ডাকেন একবার, পুত্র বলে সম্বোধন করেন; কিন্তু তাঁর সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল।

বুদ্ধ শুদ্ধোদনের সামনে আসন গ্রহণ করলেন। শুদ্ধোদন বললেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমাকে বলি, তুমি রাজ্য গ্রহণ কর, কিন্তু তোমার কাছে এর কোন মূল্য নেই।

বুদ্ধ বললেন, আমি আপনার হৃদয়ের বেদনার কথা অনুভব করতে পারছি। পুত্রের উপর স্নেহের জন্য আপনার মনে এই বেদনা। আপনি সকলের উপর এই স্নেহ বিতরণ করলে বুদ্ধকে পুত্র হিসাবেই পাবেন। আপনি তা হলেই অন্তরে শান্তি অনুভব করেন।

সত্যই বুদ্ধের এই কথায় রাজার মন শান্ত হ'ল।

রাজা তখন বুদ্ধকে যশোধারার ঘরে নিয়ে গেলেন। যশোধারা যে কষ্টে এই সাত বৎসর যাপন করছেন, বুদ্ধকে সে কথা বললেন। যশোধারা বুদ্ধের পাদপ্রান্তে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বুদ্ধ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। শান্তির বাণী শোনালেন। যশোধারার মনও শান্ত হ'ল।

পরদিন বুদ্ধ নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষা করতে বেরুলেন। শুদ্ধোদনকে লোকে এ কথা জানাল।

তিনি বুদ্ধকে বললেন, দেখ, তোমার ভিক্ষা করা শোভা পায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি এবং তোমার শ্রমণ-সংঘ বাড়ির অন্ন গ্রহণ কর। তোমার ভিক্ষা করায় আমার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়।

কিন্তু বুদ্ধ বললেন, ভিক্ষা করাই ত আমার বংশগত প্রথা।

শুদ্ধোদন আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি ? তুমি রাজপুত্র, আমাদের রাজবংশে কে কবে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবনধারণ করেছে ?

বুদ্ধ বললেন, আমি বুদ্ধের বংশধর, তথাগত। আমার পূর্বতন বুদ্ধরা যা করে গেছেন, আমি তাই করছি। তবে এ জীবনে আপনার পুত্র হয়ে জন্মেছি। পুত্রের মত আমি আপনার জন্য ধনরত্ন আহরণ করে এনেছি। আমি তা আপনাকে উপহার দেব।

এই বলে তাঁর আহৃত রত্নরাজি শুদ্ধোদনকে উপহার দিলেন। সর্বসাধারণের পালনীয় ধর্মের নিয়মগুলিই এই রত্নরাজি। বুদ্ধ বললেন, গৃহীরা এই পঞ্চশীল পালন করবেন—জীবহিংসা করবেন না, অসদুপায়ে অপরের জিনিস গ্রহণ করবেন না, মিথ্যা কথা বা আচরণ করবেন না, চিত্তবিভ্রমকারী পানীয় গ্রহণ করবেন না, পরস্ত্রীকে মাতৃসম দেখবেন।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন, মানুষ নিজের দোষ দেখতে পায় না। অপরের দোষ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। জ্ঞানী নিজের দুষ্কৃতি ও ত্রুটির বিষয় চিন্তা করবেন।

মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধ জয় করতে হবে। অপরের মঙ্গল চিন্তা দ্বারা অমঙ্গল জয় করা যায়। উদারতা দ্বারা লোভীকে জয় করতে হয়। সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করা যায়। যে আমাদের ঘৃণা করে, আমরা তাদের ভালবেসে ধন্য হতে পারি।

বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায় না, মৈত্রী দ্বারা বিদ্বেষ জয় করা যায়।

ধর্মহীন হয়ে শতবর্ষজীবী হওয়ার চেয়ে সত্যজ্ঞান লাভ করে একদিন মাত্র জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য এক। মিথ্যাই বহুরূপী।

এর পর তিনি অষ্টশীল ব্যাখ্যা করলেন। শুদ্ধোদন এবং উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হলেন।

একে একে বুদ্ধের বৈমাত্রের ভ্রাতা এবং মহাপ্রজাপতির পুত্র আনন্দ, বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্ত, মহাপ্রজাপতি ও যশোধারা ভিক্ষু-সংঘে প্রবেশ করলেন।

একদিন যশোধারা নিজের কক্ষে রাহুলকে নিয়ে বসে আছেন কিছু দূরে বুদ্ধ তাঁর শ্রমণদের সংগে খেতে বসেছেন। যশোধারা বুদ্ধকে দেখিয়ে রাহুলকে বললেন, ঐ যে শ্রমণ বসে আছেন, উনি তোমার পিতা। তুমি ওঁর কাছে গিয়ে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি প্রার্থনা কর।

বালক রাহুল বুদ্ধের কাছে গিয়ে শেখান মত বলল, আমার উত্তরাধিকার দিন।

বুদ্ধ বললেন, আমার পার্থিব ঐশ্বর্য নেই। কিন্তু আমি তোমাকে স্বর্গীয় ধর্মের উত্তরাধিকার দিতে পারি। তুমি নেবে?

বালক বলল, হ্যাঁ, আমি নেব।

বুদ্ধ রাহুলকে ভিক্ষু-সংঘে প্রবেশাধিকার দিলেন।

বালক রাহুলকে ভিক্ষু-সংঘে গ্রহণ করায় শুদ্ধোদন বুদ্ধের নিকট অভিযোগ করলেন। তখন থেকে বুদ্ধ স্থির করলেন, অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের আর সংঘে গ্রহণ করবেন না।

কপিলবস্তু থেকে বুদ্ধ বৈশালী, রাজগৃহ, নালন্দা, পাটলীপুত্র প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করে ফিরতে লাগলেন।

এ সময়কার কয়েকটি ঘটনা তোমাদের কাছে বলছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোতমী

মায়ের একমাত্র পুত্র, নয়নের মণি। পুত্রের মৃত্যুতে মাতা কৃশা গোতমী শোকে বড়ই কাতর হয়েছেন। যাকে দেখছেন, পুত্রকে বাঁচাবার উপায় জিজ্ঞাসা করছেন। অর্থের অভাব নাই। যে কোন অর্থের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ফিরে পাওয়া যায় না ? পুত্রের মৃতদেহ কোলে করে সকলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করে ফিরছেন।

রাস্তায় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। সাধু-সন্ন্যাসীরা ত অনেক মন্তর-তন্তর জানেন; হয়ত কোন উপায় করতে পারেন। তাঁকেও সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি ত মৃতের জীবন দান করার উপায় জানি না, বললেন সন্ন্যাসী, তবে তুমি ভগবান বুদ্ধের কাছে যাও। তিনি এর উপায় নিশ্চয় বলতে পারবেন।

মনে আশা নিয়ে পুত্রের মৃতদেহ কোলে নিয়ে দ্রুত পায়ে গোতমী ছুটে চললেন বুদ্ধের কাছে।

তখন বেণুবনে ভগবান তথাগত শিষ্যদের শান্তির বাণী শোনাচ্ছেন। আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল থেকে তাঁর করুণাধারা ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্নালোকের মত।

বুদ্ধের পদপ্রান্তে পুত্রের মৃতদেহ শায়িত করে গোতমী সাশ্রু নয়নে বললেন, দেব, অবোধ শিশু ত কোন অপরাধ করে নি। সে কেন অকালে মারা গেল ? ফুলের গাছের পাশে সে খেলা করছিল। একটা সাপ ফুলের উপর উঠেছে দেখে, সে সাপটাকে জড়িয়ে ধরে খেলাচ্ছলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। এই দেখুন সাপটা ওর মুখের উপর দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। তার পরই বাছা আমার ঢলে পড়ল। ও ত সাপটাকে আঘাত করতেও পারে না। সকলেই বলেছে, ও মারা গেছে, ও আর বাঁচবে না। অনেকে আবার বলল, আপনি ওকে বাঁচাতে পারেন। দয়া করে ওকে বাঁচিয়ে দিন।

করুণার্দ্র নেত্রে তাকালেন বুদ্ধ একবার মৃত বালকের দিকে, একবার তার মায়ের দিকে। বললেন, হ্যাঁ, আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, যদি তুমি আমাকে এক মুষ্টি সরিষা ভিক্ষা করে এনে দিতে পার।

এ ত অতি সামান্য কথা! এখুনি তিনি আনতে পারবেন এক মুষ্টি সরিষা, ভাবলেন গোতমী।

ক্ষণিক থেমে বুদ্ধ বললেন, তবে একটি কথা, এমন বাড়ি থেকে সরিষা আনবে যে-বাড়ির কোন লোক মারা যায় নি। যে-বাড়িতে কখনও মৃত্যুর ছায়া পড়ে নি।

এ নিশ্চয় সম্ভব হবে, ভাবলেন গোতমী। আশায় বুক বেঁধে পুত্রের দেহটি সযত্নে দুহাতে তুলে নিয়ে তিনি ত্বরিত পদে চললেন। চলবার তর সইছে না। প্রায় দৌড়ে চলেছেন। এক মুষ্টি সরিষা আনতে পারলেই তার নয়নের মণি আবার বেঁচে উঠবে।

সামনে এক গৃহস্থের বাড়ি। গৃহিণীকে দেখতে পেয়ে এক মুষ্টি সরিষা ভিক্ষা চাইলেন। জানালেন, এ দিয়ে ভগবান বুদ্ধ মৃতসঞ্জীবনী তৈরী করবেন। তাহলে তাঁর পুত্রের জীবন ফিরে আসবে।

'এখুনি এনে দিচ্ছি', বলে গৃহাভিমুখে গৃহিণী পা বাড়ালেন।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সসঙ্কোচে সুধালেন গোতমী। আপনাদের গৃহে সব লোকই ত বেঁচে আছে? কেউ মরে নি ত?

প্রথমে প্রশ্নটি যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না গৃহিণী। পরে বুঝে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন, তা কি করে সম্ভব হয় ? আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ বেঁচে নেই, সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে বিভিন্ন বয়সে।

তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। অন্য গৃহের দিকে চললেন। সেখানেও ঐ এক কথা। কারো পতি, কারো পুত্র—এমনি সব মারা গেছে। গৃহের পর গৃহে এমনি একই কাহিনী।

হতাশ মনে গোতমী পথ চলছেন। চলার গতি মন্থর হয়ে আসছে। পথিপার্শ্বে বসে পড়লেন, কোলে শায়িত মৃত পুত্র। সূর্য অস্তাচলে গেল। অনতিদূরে নগরীর আলোকমালা দেখা যাচ্ছে। একে একে কতকগুলি দীপ নিভে গেল। কোনটি আবার জ্বলে উঠল। ঊর্ধ্বে আকাশে কয়েকটি নক্ষত্র খসে পড়ল। মানুষের জীবনও কি এই একই ধারায় চলছে ?

হতাশার মধ্যেও তাঁর মনে হ'ল হয়ত ভগবান বুদ্ধের অসাধ্য কিছু নেই। তিনি নিশ্চয়ই অন্য কোন বিহিত করতে পারবেন। তাড়াতাড়ি পুত্রকে দুহাতে তুলে নিয়ে আবার তিনি পথ চললেন।

পুত্রকে ভগবানের পদপ্রান্তে রেখে আকুল কণ্ঠে কেঁদে পড়লেন গোতমী। বললেন তাঁর ব্যর্থতার কাহিনী। যে-গৃহে কোন লোক মৃত্যু বরণ করে নি, এমন কোন গৃহের সন্ধান তিনি শত চেষ্টায়ও পান নি।

করুণাবতার শান্তভাবে চাইলেন পুত্রশোকাতুরার পানে। ধীরে ধীরে শোনালেন তাকে জগতের অমোঘ নিয়মের কথা। জীবিতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শোক প্রকাশ করে কেউ এর গতির পরিবর্তন করতে পারে না।

ভগবানের বাণী গোতমীর অন্তরে জ্বেলে দিল চৈতন্যের আলো। তিনি অনুভব করলেন জগতের চরম বেদনাদায়ক কিন্তু অপরিবর্তনীয়, অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

শান্তি লাভের আশায় তিনি যোগ দিলেন ভগবানের প্রবর্তিত ভিক্ষুণী সংঘে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজাতশত্রু ও দেবদত্ত

মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের যেমন পরম ভক্ত, তাঁর পুত্র অজাতশত্রু আবার তেমনি বুদ্ধ-বিদ্বেষী। ছোটবেলা থেকেই তিনি উচ্ছৃংখল; অসৎ লোকের সঙ্গ তাঁর সব সময় ভাল লাগে।

তাঁর মা বাসবী বৈশালীর নগরপালের কন্যা। বৈশালীর কোন রাজা ছিল না। প্রজারাই তাদের শাসক নির্বাচন করত। বাসবীর পিতাই ছিলেন বৈশালীর শাসক। রাজাই মতই তিনি প্রজাপালন করতেন। তাঁর দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা বাসবী। বাসবীর জন্মের পর জ্যোতিষী বললেন, এর গর্ভে যে সন্তান হবে, সে হবে পিতৃঘাতী।

বাসবীর বয়স হ'ল, দেখতে অপরূপ সুন্দরী। রাজা বিম্বিসার একদিন বৈশালী নগরে এলেন। বাসবীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করলেন। তাঁদের একটি পুত্র হ'ল। নাম রাখলেন তার অজাতশত্রু, যদি নামের গুণে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়।

অজাতশত্রুর সঙ্গী জুটলেন দেবদত্ত। দেবদত্ত বুদ্ধের শ্যালক, যশোধারার ভাই। দেবদত্তও শাক্যবংশ সম্ভূত। সম্পর্কে সে বুদ্ধের জ্ঞাতি ভাইও বটে। বাল্যকাল থেকেই সে বুদ্ধের হিংসা করত। এই দেবদত্তই রাজহংস নিয়ে বুদ্ধের সাথে ঝগড়া করেছিল।

বুদ্ধের শান্তির বাণী তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে লোক এসে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করছে। দেবদত্তও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তাঁর সংঘভুক্ত হ'ল।

কিছুদিন পর আবার তার মনে বিদ্বেষবুদ্ধি এল। বুদ্ধের খ্যাতি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মানে তার ঈর্ষা হ'ল। সেও একটা কম কিছু নয়! বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন ছিল যারা বুদ্ধের মধ্যপন্থা মনে মনে পছন্দ করত না। দেবদত্ত তাদের নিজের দলে টেনে নিল। তারা বুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগল। অজাতশত্রুকে তারা দলের নেতা করল। তিনি তাদের জন্যে নির্মাণ করলেন এক নতুন সংঘ ও সংঘারাম।

রাজা বিম্বিসার পুত্রের এসব কার্যকলাপ পছন্দ করতেন না। দেবদত্তের কুপরামর্শে একবার অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করবার চেষ্টা করলেন। বিম্বিসার তাঁকে ক্ষমা করলেন। তিনি ভাবলেন, রাজ্যশাসনের দায়িত্ব দিলে বোধহয় সে খুশী হবে, ভাল হবে। রাজ্যের একটা অংশের ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি সমগ্র রাজ্য এবং রাজকোষ দাবী করে বসলেন।

কোমল-হৃদয় বৃদ্ধ রাজা পুত্রকে নিরাশ করলেন না। কিন্তু তাঁকে দেবদত্তের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে থাকবার পরামর্শ দিলেন।

তাতে কিন্তু কোন সুফল হ'ল না, অজাতশত্রু আরও অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। প্রজাদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন করতে লাগলেন। এমন কি বৃদ্ধ পিতাকে পর্যন্ত কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতেন না, এক রানী বাসবী ছাড়া। কোন খাদ্য বা পানীয় পর্যন্ত দেওয়া নিষেধ করে দিলেন। রানী বস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাজার খাদ্য আর পানীয় নিয়ে যেতেন। অজাতশত্রু তা জানতে পেরে রানীরও কারাগারে যাওয়া নিষেধ করে দিলেন। দেবদত্ত তাঁকে বললেন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর উপর অত্যাচার করলে কোন পাপ হয় না।

বৃদ্ধ রাজা কারাগারের গবাক্ষ দিয়ে দূরে পাহাড়ের উপর যেখানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের অমৃতময়ী বাণী শোনাতেন, সে দিকে চেয়ে থাকতেন। হয়ত কখন কখন তাঁর স্বর্গীয় মূর্তির দর্শনও পেতেন। তা জানতে পেরে অজাতশত্রু সে গবাক্ষ-পথ বন্ধ করিয়ে দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন অজাতশত্রুর ছোটছেলের হাতে একটি ফোঁড়া হয়েছে, ছেলেটি রোদন করছে। অজাতশত্রু তাকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, চুম্বন করলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাসবী। তাঁর চোখে জল ভরে এল। অজাতশত্রুর বাল্যকালের কথা মনে পড়ল। তারও একটি আঙ্গুলে ফোঁড়া হয়েছিল। বিম্বিসার তাঁকে আদর করে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। চুম্বন করেছিলেন। অজাতশত্রুকে বাসবী সে-কথা মনে করিয়ে দিলেন। পিতার স্নেহের কথা মনে হয়ে তাঁর বড় অনুশোচনা হ'ল। তখনি তিনি পিতাকে মুক্ত করে দেবার আদেশ দিলেন। কারাগৃহ মুক্ত করে দেখা গেল, অনাহারে ক্লিষ্ট রাজার দেহে আর প্রাণ নেই।

দেবদত্ত মনে মনে খুশী হ'ল, ভাবল, বুদ্ধের প্রধান সহায়কারী রাজা বিম্বিসারকে নিঃশেষ করা গেল ; তার পরম বন্ধু অজাতশত্রু এখন হচ্ছেন মগধের রাজা। কাজেই বুদ্ধকে শেষ করতে পারলে বৌদ্ধ সংঘের উপর আধিপত্য করার আর কোন অন্তরায় থাকবে না। বুদ্ধকে হত্যা করবার জন্য সে অজাতশত্রুকে পরামর্শ দিতে লাগল। কিন্তু অজাতশত্রু তাতে বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। মৃত পিতার অনশনক্লিষ্ট মুখচ্ছবি তাঁর মনের উপর ভেসে উঠল। বুদ্ধকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত হতে বিরত হলেন।

দেবদত্ত কিন্তু নিরস্ত হ'ল না। তার পাপ অভিসন্ধি পূরণ করার উপায় খুঁজতে লাগল। দক্ষিণ দেশের কয়েকজন কারিগর এল মগধের রাজধানীতে। তাদের দিয়ে দেবদত্ত রাজগৃহের পর্বতগাত্রে অনেকগুলি বৃহৎ শিলাখণ্ড স্থাপন করালেন। বুদ্ধ যখন নীচে দিয়ে যাবেন, সেগুলি তাঁর উপর গড়িয়ে দিলেই, তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভন দেখিয়ে কয়েকজন লোককে সে নিযুক্তও করলে সেগুলি গড়িয়ে দিতে। বুদ্ধের স্বর্গীয় মূর্তি দর্শনে তাদের পাপ প্রবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকুচিত হয়ে গেল। তারা বুদ্ধের পদপ্রান্তে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

দেবদত্ত কিন্তু পিছু হটবার পাত্র নয়। সে নিজেই একদিন গড়িয়ে দিল একখানি শিলাখণ্ড বুদ্ধের উপর। শিলাখণ্ডটি বুদ্ধের শরীরে লাগবার পূর্বেই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর দেহে কোন আঘাত লাগল না।

এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও দেবদত্তের হিংসা-বৃত্তি সংকুচিত হ'ল না। সে আর এক ফন্দী আটল। রাজবাড়ির হাতীশালায় ছিল একটা বড় পাগলা হাতী। পাছে কারও সম্পত্তি নষ্ট করে, বা কাউকে আঘাত করে, এই আশঙ্কায় সেটাকে রাস্তায় বার করা হ'ত না। কখনও কখনও রাস্তায় বার করলেও তার গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে রাখা হ'ত, যাতে লোক টের পেয়ে সাবধান হতে পারে।

দেবদত্ত গোপনে সেই পাগলা হাতীর মাহুতের সঙ্গে বন্দোবস্ত করল, অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে। সে পাগলা হাতীটাকে বুদ্ধের সামনা-সামনি নিয়ে যাবে।

একদিন বুদ্ধ বাজারের মধ্য দিয়ে চলেছেন। এমন সময় সামনে এসে পড়ল হাতীটা। একেবারে মত্ত। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসছে। দোকানীরা দোকানপাট তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে লাগল। হাতীটা শুঁড় দিয়ে আশে-পাশের জিনিস ভাঙতে ভাঙতে চলেছে। পায়ে যা কিছু পড়ছে দলে মলে চলেছে।

বুদ্ধের শিষ্যরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন, পাছে হাতীটা বুদ্ধের উপর এসে পড়ে। তাঁরা তাঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি তাঁদের উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করলেন। শান্তভাবে যেমন চলছিলেন, তেমনি কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি চলতে লাগলেন। হাতীটা এসে পড়ল সামনে, মাত্র কয়েক হাত দূরে। হাতীটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুঁড়টা উঁচু করে চলেছে, বুদ্ধকে আক্রমণ করতে। শিষ্যগণ প্রমাদ গণলেন।

কিন্তু হঠাৎ এ কি হ'ল! শুঁড়টা উপরে উঠে একেবারে স্থির হয়ে গেল। খানিকক্ষণ। তারপর শুঁড়টা বেঁকে গেল, প্রণামের ভংগীতে। তার মত্ততা স্তব্ধ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত আগে যে এত পাগলামি করছিল, তার চিহ্ন-মাত্র নেই। সে নতজানু হয়ে পড়ল। বুদ্ধ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে স্বর্গীয় করুণাধারা বর্ষণ করলেন নির্বোধ জীবটির উপর। মাহুত ত হতবাক্! ব্যাপারটা তার কিছুই যেন মাথায় ঢুকছে না। ক্ষণপরে অনুশোচনায় তার অন্তর দগ্ধ হতে লাগল। তাড়াতাড়ি হাওদার উপর থেকে নেমে এসে সে বুদ্ধের চরণপ্রান্তে পতিত হ'ল।

দেবদত্তের এ অপচেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। অজাতশত্রুর অগোচরে দেবদত্ত এ ষড়যন্ত্র করেছিল। ক্রমে তাঁর কানেও এ কথা গেল। মুখে তিনি দেবদত্তকে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মনে মনে যেন কাজটা তিনি অনুমোদন করতে পারলেন না। অতি গর্হিত ও অন্যায় বলে কাজটা তাঁর মনে হতে লাগল।

সেদিন রাত্রি। শারদ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ধারা পৃথিবীর বুকে, ঊর্ধ্বে, অন্তরীক্ষে স্বচ্ছ আস্তরণের মত ছড়িয়ে পড়েছে। মুগ্ধ নেত্রে অজাতশত্রু অমাত্যবর্গ নিয়ে প্রাসাদশীর্ষ থেকে প্রকৃতির এই অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করছেন। এ-আনন্দ সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করতে হলে একটা বিশেষ কিছু করতে পারলে যেন ভাল হ'ত। কি একটা করা যায়? তিনি পার্ষদদের জিজ্ঞাসা করলেন।

একজন বলল, ফুলের উৎসব করা যাক।

অন্য একজন বলল, বৈশালী নগর আজ রাত্রেই আক্রমণ করুন। তাদের হারিয়ে দিয়ে বিজয়োৎসব করলে বেশ আনন্দ হবে।

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশে জীবক দাঁড়িয়ে আছেন, চুপ করে। জীবক অজাতশত্রুর বৈমাত্রেয় ভাই। তক্ষশীলা থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে এসেছেন। তাঁকে অজাতশত্রু বেশ সম্মান করেন। তাঁর পরামর্শ বেশ মান্য করে চলেন।

তুমি যে কোন কথা বলছ না, তোমার কি ভাল মনে হয়? জিজ্ঞাসা করলেন অজাতশত্রু জীবককে।

জীবক বললেন—এমন মনোহর রাত্রি, এর উপযোগী আনন্দ হওয়া চাই। আমার ত মনে হয় আপনি যদি এখন আনন্দময় পুরুষ ভগবান বুদ্ধের পবিত্র চরণ দর্শন করেন, তা হলেই সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে যেন এমনি একটা কিছু আকাঙ্খা করছিলেন অজাতশত্রু। বিরাট আনন্দঘনতার সংস্পর্শে নিজের ক্ষুদ্র আনন্দ-স্পৃহাকে পূর্ণতর ভাবে উপভোগ করতে মন যেন উৎসুক হয়ে উঠেছে। বাইরের স্ফটিক জ্যোৎস্না তাকে অনুকূল ভাবে উদ্দীপিত করছে।

অনুচরদের তিনি সজ্জিত হবার জন্য আদেশ দিলেন। হাতী, ঘোড়া উৎসব সাজে সাজান হ'ল। পাত্র-মিত্রগণ উৎসব সাজে সেজে চললেন। বেণুবন বিহারে আনন্দময় পুরুষ তখন অবস্থান করছেন। সকলে বিহারের নিকটে এসে পৌঁচেছেন। অজাতশত্রুর একটু ভয় হতে লাগল। কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই কেন? বিহারে ত কয়েক সহস্র ভিক্ষু আছেন! তাঁরা সব কোথায়? কোন শত্রুতা সাধন করবার জন্য জীবক তাঁদের এই নির্জন স্থানে আনে নাই ত? এমনি সব কথা অজাতশত্রুর মনে হতে লাগল।

জীবককে জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধ অন্যত্র গমন করেছেন নাকি? কোন সাড়াশব্দ নেই কেন?

জীবক তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে আস্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আওয়াজ করলে দরজা খুলে যাবে। মাঝখানে প্রদীপের সম্মুখে স্বর্গীয় পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

অজাতশত্রু তাই করলেন। দরজা যেন আপনি খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করে তিনি নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন বুদ্ধের চরণে, করুণা ভিক্ষা করলেন তাঁর। বুদ্ধ শোনালেন তাঁকে শান্তির বাণী। সৎকর্মের অনুপ্রেরণা দিলেন। শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন অজাতশত্রু।

দিন যায়। এদিকে দেবদত্তের মনে কিসের জ্বালা! শরীর ক্রমে অসুস্থ হতে লাগল। দেহ পংগু, অবশ, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা। পাশের লোকদের বলল, তোরা আমাকে নিয়ে চল বুদ্ধের কাছে। তিনি করুণার অবতার। আমি তাঁর শ্যালক। আমাকে তিনি ফেলতে পারবেন না। নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

এই বলে নিজেই উঠতে গেল দেবদত্ত, কিন্তু টলে পড়ে গেল। তার প্রাণবায়ু নিমেষে উড়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাধ

মগধের একখানি ছোট্ট গ্রাম। সেই গ্রামের নির্জন পথ দিয়ে বুদ্ধ চলেছেন। দুপাশে ঘন জংগল। জংগলের ভিতর দিয়ে দু-পেয়ে রাস্তা।

কিছুদূর যেতেই বুদ্ধ দেখলেন, বনের মধ্যে একটা হরিণ জালে বদ্ধ হয়ে ছটফট করছে। দেখে তাঁর ভারি কষ্ট হ'ল। তিনি জাল থেকে হরিণটিকে মুক্ত করে দিলেন। হরিণটি কিছুক্ষণ যেন কৃতজ্ঞতা-ভরা চোখে বুদ্ধের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বনের মধ্যে ছুটে পালাল।

দূর থেকে ছুটে এল এক ব্যাধ। সে-ই হরিণ ধরবার জন্য জাল পেতে রেখেছিল। দূর থেকেই সে দেখতে পেয়েছে, একটা সন্ন্যাসী জালে-পড়া হরিণটাকে ছেড়ে দিয়েছে। তার বহু কষ্টের শিকার হাত-ছাড়া হয়ে গেল। রাগে তার শরীর ও মন যেন জ্বলে উঠল।

কাছে সে এসে তার তীর-ধনুক তাক করে ধরল বুদ্ধের দিকে। হতচ্ছাড়া সন্ন্যাসীকে সে মেরেই ফেলবে। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তি যেন তার হাত চেপে ধরল। আস্তে আস্তে সে হাত নামিয়ে নিল।

বুদ্ধ তাকে শোনালেন অহিংসার বাণী। সর্বজীবের প্রতি দয়ার কথা।

ব্যাধ তীর-ধনুক ফেলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকাত অংগুমাল

কোশল দেশের ঘন জংগল। বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে তার ভিতর দিয়ে চলেছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে যে গ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা এসেছেন, সেখানকার লোকেরা তাঁদের সাবধান করে দিয়েছে, সামনের জংগলটা তাঁরা যেন তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যান। ওখানে বাস করে অংগুমাল তার দলবল নিয়ে। ডাকসাইটে ডাকাত সে। দেখতে যেমন ভীষণ— তার কাজও তেমনি ভয়ংকর। তার ভয়ে আশপাশের গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত। অরণ্যের ধারে-কাছের রাস্তা দিয়ে লোক যেতে ভয় পায়। ঐ ডাকাত আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের হাতে কত লোকের যে প্রাণ গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমন কি রাজধানীর লোকেরাও তার ভয়ে কাঁপে। রাজবাড়িতেও নাকি একবার চড়াও হয়ে রক্ষীবাহিনীর লোকদের মেরে যা পেয়েছিল তা লুটেপুটে নিয়েছিল।

এমন ডাকাতের আস্তানার পাশ দিয়ে যাওয়া কি বিপদজনক, সেই কথাই ভিক্ষুদের বলে দিয়েছিল গ্রামের লোকেরা।

বুদ্ধ অংগুমালের আস্তানার খবর জেনে নিলেন। শিষ্যদের দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে একাকী চললেন অরণ্যের ভিতর। খুঁজতে খুঁজতে পেলেন তার আস্তানা।

অংগুমাল খুব রেগে গেল। বুদ্ধকে সে হত্যা করবে। ধারালো তলোয়ার উদ্যত করল সে।

কিন্তু শত্রুর দিকে তাকিয়ে তার হাত আর নামে না। শত্রুর মূর্তি শান্ত, মুখ হাস্যোজ্জ্বল। সর্বাংগ দিয়ে একটা দিব্য আলো ফুটে বেরুচ্ছে।

বুদ্ধ তাকে বললেন শান্তি লাভের উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ পর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন বুদ্ধের পিছনে পিছনে আসছে এক ভীষণ-দর্শন লোক, হাত জোড় করে। তাঁরা বুঝলেন, এই লোকটাই ডাকাত অংগুমাল। বুদ্ধের দেখা পেয়ে একবারে বদলে গেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহানির্বাণ

বেলুব বৈশালীর নিকটে অবস্থিত।

এখানে এসে পুণ্যপুরুষ তাঁর শিষ্যদের বললেন, তোমরা বৈশালীতে যাও। বর্ষাকালটা আমি বেলুবে অবস্থান করব।

তাঁর সঙ্গে রইলেন আনন্দ, আর কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য।

এখানে বুদ্ধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি ভাবলেন, শিষ্যদের নিকটে শেষ বিদায় না নিয়ে দেহত্যাগ করা ঠিক হবে না। বর্ষাশেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে জীবন-ধারণ করতে হবে।

মনের শক্তি প্রয়োগ করে তিনি বেঁচে রইলেন। তবে, তাঁর শরীর খুব কৃশ হ'ল। আনন্দ বুদ্ধের মহানির্বাণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হলেন। তিনি বুদ্ধকে অনুনয় করে বললেন, আমাদের এবং সংসারের মঙ্গলের জন্য আপনি জীবিত থাকুন।

বুদ্ধ বললেন, আমার বয়স এখন আশী বৎসর। আমার উপর নির্ভর না করে তোমরা আত্মনির্ভরশীল হও।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন, আনন্দ, পূর্বে মার আমাকে তিনবার প্রলোভন দেখিয়েছে—তিনবারই আমি তাকে প্রত্যাখান করেছি।

প্রাসাদ ত্যাগ করবার সময় মার বলল, সাতদিনের মধ্যে আপনি সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। আপনি সংসার ত্যাগ করে যাবেন না।

আমি তখন তাকে বললাম, আমি রাজত্ব চাই না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি আমার জীবনের লক্ষ্য। সত্যজ্ঞান লাভ করে আমি জগতে আনন্দ বিতরণ করতে চাই।

দ্বিতীয় বার যখন আমি কঠোর তপস্যার পর নিরঞ্জনা নদীতে স্নান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে ফিরছিলাম, তখন মার বলল, আপনি জীবন-ধারণ করুন। আপনি উপবাসে মৃতপ্রায়। আহার না করলে আপনার মৃত্যু হবে।

তখন তাকে বলেছিলাম, এ জগতে জীবনের কোন মূল্য নেই। পরাজিত হয়ে জীবন-ধারণ করা নিরর্থক। জয়লাভের চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করা শ্লাঘার বিষয়।

তৃতীয় বার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর মার বলল, আপনার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। এখনই আপনার মৃত্যু-বরণের উপযুক্ত সময়।

আমি বললাম, যতদিন আমার আবিষ্কৃত এই সত্যজ্ঞান লোক-মধ্যে প্রচারের উপযোগী শিষ্য প্রস্তুত না হয়, ততদিন আমি দেহত্যাগ করব না।

কিন্তু, আনন্দ, আজ আবার মার আমার নিকট এসেছিল। আমি তাকে আজ আর বিমুখ করি নি। তাকে বললাম, তোমার বাসনা শীঘ্রই পূর্ণ হবে। তথাগত শীঘ্রই দেহত্যাগ করবেন। তুমি আনন্দ করতে পার।

তিনি বলতে লাগলেন, আনন্দ, জগতে সব কিছুই বিনাশশীল। বুদ্ধের দেহও বিনাশপ্রাপ্ত হবে। একমাত্র সত্যই অবিনাশী। তারই শরণ লও।

বর্ষান্তে বুদ্ধ পাবা নামক স্থানে এলেন। এখানে তিনি এক আম্র-কুঞ্জে অবস্থান করতে লাগলেন। এই আম্রকুঞ্জ চুন্দ নামক এক কর্ম-কারের সম্পত্তি। চুন্দ এসে ভক্তিভরে তথাগতকে সশিষ্য তার গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করল।

চুন্দের গৃহে নানরকম খাদ্য প্রস্তুত হল। তার মধ্যে ছিল শুকনো শূকরের মাংসের ব্যঞ্জন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই খাদ্য গ্রহণ করে বুদ্ধ যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে তা সহ্য করতে লাগলেন।

বুদ্ধ বললেন, আনন্দ, চল আমরা কুশীনগরে যাই।

পথিমধ্যে বুদ্ধ বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক বৃক্ষতলে শয্যা রচনা করে বুদ্ধ শয়ন করলেন। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আনন্দের নিকট জল চাইলেন।

পাশেই ছোট নদী। এই মাত্র তার মধ্য দিয়ে অনেকগুলি গোরুর গাড়ি পার হয়ে গেল। জল অত্যন্ত ময়লা। আনন্দ কাজেই ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু জল আনতে গিয়ে দেখেন, জল একেবারে নির্মল ও স্বচ্ছ।

বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, দেখ আনন্দ, অনেকে হয়ত কর্মকার চুন্দকে তিরস্কার করে বলবে যে, তোমার অমঙ্গল হবে, কারণ তোমার গৃহে শেষ আহার গ্রহণ করে তথাগত পীড়িত হয়ে দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু তোমরা বলবে যে, চুন্দের মঙ্গল হবে, কারণ তার গৃহেই তথাগত শেষ আহার গ্রহণ করেছেন। তার খাদ্য সুজাতার প্রদত্ত খাদ্যের ন্যায়ই পবিত্র।

হিরণ্যবতী নদীর অপর তীরে কুশীনগর অবস্থিত। ভিক্ষু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেখানে বুদ্ধ উপস্থিত হলেন। কুশীনগরের মল্লগণ ও অন্যান্য স্থান থেকে বহুলোক সে-সংবাদ পেয়ে বুদ্ধের দর্শন-কামনায় সেখানে এল।

আনন্দের মন বেদনাপূর্ণ। বুদ্ধের আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় গোপনে অশ্রু বিসর্জন করছেন। বুদ্ধ তা অনুমান করে তাঁকে এবং উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, আমার দেহের ধ্বংস হলেও বুদ্ধের মৃত্যু হয় না। সত্যের ধ্বংস হয় না। আর আমিই প্রথম বুদ্ধ নই। যুগে যুগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধের আবির্ভাব হয়—জগতের কল্যাণের জন্য, জনগণের মঙ্গলের জন্য। আমার শিক্ষাকে সর্বদা অনুসরণ কর। আমার প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে আমি জীবিত থাকব। যে আমার উপদেশ পালন করবে, সেই আমার সান্নিধ্য লাভ করবে। সেই আমাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবে।

এই কথা বলে বুদ্ধ ধ্যান-যোগে পরিনির্বাণ লাভ করলেন।

সেদিনও বৈশাখী পূর্ণিমা। কুশীনগরের মল্লগণ, অগণিত ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধের চিতাশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করে বলে উঠল ঃ—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি॥
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

আড়াই হাজার বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু আজিও অর্ধজগতের অধিবাসী ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই পবিত্র পুরুষের উদ্দেশ্যে শরণাগতি জানায় ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতক-কাহিনী

ধর্মপ্রচার উপলক্ষে বুদ্ধ তাঁর পূর্ব পূর্ব জীবনের ঘটনা শিষ্যদের কাছে বলেছেন। এই সব জাতক কাহিনীতে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব নামে পরিচিত।

তার কয়টি কাহিনী এখানে দেওয়া হ'ল।

বণিকপুত্র

বোধিসত্ত্ব এক জন্মে বারাণসী নগরের এক বণিকের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। বড় হয়ে বণিকপুত্র নানান দেশে যান বাণিজ্য করতে। পাঁচশো গোরুর গাড়ি ভরে জিনিসপত্র নিয়ে যান, নানা জিনিস। প্রতেক বারেই বেশ লাভ হয়।

তখন বারাণসীতে বাস করে আর এক বণিকপুত্র। সেও পাঁচশো গোরুর গাড়িতে মালপত্র নিয়ে যায়। কিন্তু বোধিসত্ত্বের মত অত লাভ করতে পারে না। একবার বোধিসত্ত্ব যে-দেশে বাণিজ্য করতে যাবেন, ঐ বণিকপুত্র ঠিক করল সেও সেই দেশে যাবে। তাহ'লে সেও নিশ্চয়ই বেশী লাভ করতে পারবে।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, দুজনে একই দেশে এক সময়ে গেলে খুব অসুবিধা হবে। গোরুগুলির খাবার এবং জলের অসুবিধা হবে।

তিনি ঐ বণিকপুত্রকে বললেন, এক দেশে দুদল লোক এক সঙ্গে গেলে অসুবিধা হবে। এক দল আগে যাক, আর এক দল পরে যাবে। কারা আগে যাবে তা ঠিক করবার ভার তোমার উপরই রইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় বণিকপুত্র বলল, আমি আগে যাব। সে ভাবল, আগে গিয়ে সে সব জিনিস বিক্রি করে অনেক লাভ করতে পারবে। গোরুর খাবার বা জল সংগ্রহ করে নিতে তার সুবিধাও হবে ঢের।

ঐ দেশে যাবার রস্তায় এক মরুভূমি আছে। রাস্তায় অনেক চোর-ডাকাতের উপদ্রব। বহু ঘড়া ভরে জল আর গোরুর খাদ্য নিয়ে সে রওনা হ'ল।

মরুভূমির কাছে এসে দেখে সামনে কতকগুলি লোক আসছে। তারা যেন সব স্নান ক'রে আসছে। গা বেয়ে সকলের জল ঝরছে।

সামনের লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

বণিকপুত্র তাদের গন্তব্য স্থানের কথা বলল।

সে লোকটি বলল, তোমরা অত ঘড়া ঘড়া জল নিয়ে যাচ্ছ কেন? ওদিকে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে, নদী নালা সব ভরে গেছে। গোরুগুলিকে অত কষ্ট দিয়ে জল বইয়ে নিচ্ছ কেন? ওগুলো ফেলে দিয়ে যাও। সামনে অনেক জল পাবে।

বণিকপুত্র ভাবল, তাই ত, গোরুগুলোকে অত কষ্ট দিয়ে লাভ কি? ঘড়াগুলোর জল তারা ঢেলে ফেলে দিল।

তারা চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে তারা ক্রমেই মরুভূমির মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বৃষ্টির চিহ্ন মাত্র তারা দেখতে পেল না। লোকজন এবং গোরুগুলোর তৃষ্ণায় কষ্ট হতে লাগল। গোরুগুলো আর ভার বহন করে চলতে পারছে না। মরুভূমির মধ্যে অনেক গোরু শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা হয় হয়—এমন সময় পিছন থেকে হৈ হৈ করতে করতে একদল ডাকাত এসে পড়ল। তারা বণিক পুত্রের দলের লোকদের খুন-জখম করে সব জিনিসপত্র, টাকা-কড়ি লুটপাট করে নিয়ে গেল। বণিক-পুত্রের দল কোন বাধা দিতেও পারল না। কারণ দলের সব লোকই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলাভাবে মরার মত হয়ে আছে। বাধা দেবার বা আক্রমণ করবার মত তাদের আর সামর্থ্য নেই।

প্রায় দেড়মাস দু'মাস পরে বোধিসত্ত্ব তাঁর দলবল নিয়ে সেই দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁরাও ঘড়ায় ভরে জল নিয়ে চললেন। তাঁরা যখন মরুভূমির কাছে এসে পেঁ'ৗচেছেন, ডাকাতদলটি ঠিক তেমনি ভাবে ভিজে গায়ে তাঁদের কাছে এসে আগেকার মত সব কথা বলল।

বোধিসত্ত্ব তাঁর লোকদের বললেন, দেখ, এরা নিশ্চয় ডাকাতের দল। মিথ্যা কথা বলে আমাদের ফাঁদে ফেলতে চায়। নিকটেই যদি বৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহ'লে আকাশে উড়ন্ত মেঘ দেখা যেত। মেঘগর্জন বহুদূর থেকে শোনা যেত। আগের থেকে আমরা জানি সামনে মরুভূমি আছে। অপরিচিত লোকের কথায় হঠাৎ বিশ্বাস করা উচিত হবে না।

বোধিসত্ত্ব লোকগুলিকে বললেন, আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করে নেব। তোমাদের ভাবতে হবে না।

তাঁর দল সামনে এগিয়ে চলল।

সন্ধ্যা হয় হয়। তাঁরা মরুভূমির মাঝখানে এসে পড়েছেন। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন, সামনে অনেক মানুষের আর গোরুর হাড় পড়ে রয়েছে। অনেক গোরুর গাড়ি, জলের ঘড়া চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তা দেখে তাঁরা সহজেই অনুমান করে নিলেন, ডাকাতদের হাতে পূর্ববর্তী বণিকদলের কি দুর্দশা হয়েছে।

বোধিসত্ত্বের দলের লোকেরা তখন তাবু বেঁধে গোরুগুলোর খাবার ব্যবস্থা করে সজাগ হয়ে পাহারা দিতে লাগল। বোধিসত্ত্ব নিজে রাত্রি জেগে সব কিছু দেখতে লাগলেন। ডাকাতদল এদের আক্রমণ করতে সাহস পেল না।

বোধিসত্ত্বের দল নিরাপদে নূতন দেশে পৌঁছে, অনেক লাভ করে দেশে ফিরে এল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুড়ীমার কালু

এক ব্যক্তি এক বৃদ্ধার কাছ থেকে কিছু টাকা কর্জ নিয়েছিল। কিন্তু সে তা পরিশোধ করতে না পারায় বৃদ্ধাকে একটা ষাঁড় দিয়ে দিল। ষাঁড়টি তখন একটা বাছুর মাত্র। বৃদ্ধা বাছুরটিকে বড় ভালবাসে। সে তাকে খুব যত্ন করে ঘাস, ভাত প্রভৃতি খাওয়ায়। তার নাম রাখল "কালু"। লোকে তাকে বলত বুড়ীমার কালু।

সে ইচ্ছা মত ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের ছোট ছেলেদের সঙ্গে তার খুব ভাব। ছেলের দল তার লেজ ধরে ঝোলে। শিঙ ধরে টানাটানি করে। পিঠের উপর চড়ে গ্রামময় ঘুরে বেড়ায়। সে কাউকে কিছুই বলে না।

ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল। বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট। তার গায়ের কালো কুচকুচে লোম খুব মসৃণ, একেবারে মখমলের মত।

একদিন তার মনে হ'ল, বুড়ীমা আমাকে কত যত্ন করে! কিন্তু আমি ত তার কোন উপকার করতে পারি না। শুধু শুধু ঘুরে না বেড়িয়ে একটি কাজের যোগাড় করে নিতে হবে।

একদিন বুড়ী ঘরের দাওয়ায় বসে বসে মালা জপ করছে। এমন সময় কালু খুব ক্লান্ত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। তার গলায় ঝুলছে একটা ছোট থলে। বুড়ী দেখলে যে তার মধ্যে কতকগুলো স্বর্ণমুদ্রা।

এ দেখে বুড়ী খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। সে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, সকালে এক বণিক এই গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল পাঁচশো গোরুর গাড়ি। গ্রামের শেষ প্রান্তে যে নালাটা আছে তার মধ্য দিয়ে গাড়িগুলো ওপারে যেতে পারছে না। নালার মধ্যে অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাদা জমে রয়েছে। গাড়ির গোরুগুলো টেনে তুলতে পারছে না। পাশে মাঠে বুড়ীর ষাঁড়টা চরে বেড়াচ্ছে, বণিক দেখতে পেল। সে খোঁজ করতে লাগল, সেটা কার ষাঁড়। শেষে ষাঁড়টাকে গাড়ি টানার কাজে লাগিয়ে দিল। একে একে কালু সব গাড়িগুলোকে ওপারে টেনে তুলল। পারিশ্রমিক দেবার লোক খুঁজে না পেয়ে বণিক একটা থলিতে কতকগুলো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ষাঁড়টার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।

সব ব্যাপারটা জানতে পেরে বুড়ী বড় খুশী হ'ল। বুড়ী গরম জল করে তার আদরের কালুর গা ধুইয়ে দিল। গা দলাই-মলাই করে দিল।

বুড়ো হলে কালু মারা গেল। কিন্তু গ্রামে প্রচলিত ছড়াটি রয়ে গেল।

মাল বোঝাই যতই হ'ক ভারী
বুড়ীর কালুকে দেও গাড়িতে জুড়ি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীর্ঘায়ুর উপাখ্যান

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি এক বার স্থির করলেন, ক্ষুদ্র কোশল রাজ্য আক্রমণ করবেন। কোশলরাজ দীর্ঘেতি দেখলেন, তাঁর সৈন্যবল অত্যন্ত কম। কাজেই ব্রহ্মদত্তের সৈন্য তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবার পূর্বেই রানীকে নিয়ে তিনি রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করলেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি বারাণসী নগরের উপকণ্ঠে এক কুম্ভকারের গৃহে রানীকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁদের একটি পুত্র-সন্তান হল। তার নাম রাখলেন দীর্ঘায়ু।

দীর্ঘেতি ভাবলেন, ব্রহ্মদত্ত তাঁদের সন্ধান পেলে নিশ্চয়ই তাঁদের হত্যা করবে। কাজেই তিনি দীর্ঘায়ুকে এক দূরবর্তী স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে সে বড় হতে লাগল।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

রাজা দীর্ঘেতির ক্ষৌরকার তখন বারাণসীতে বাস করে। সে একদিন দীর্ঘেতিকে দেখতে পেল। সে ভাবল, সে যদি রাজা ব্রহ্মদত্তকে দীর্ঘেতির সংবাদ দিতে পারে, তাহ'লে নিশ্চয়ই রাজার কাছ থেকে অনেক পুরস্কার পেতে পারে।

নাপিত ব্রহ্মদত্তকে দীর্ঘেতির সংবাদ দিতেই তিনি দীর্ঘেতি ও তাঁর রানীকে কারারুদ্ধ করলেন এবং তাঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

যুবক দীর্ঘায়ু এ সংবাদ পেলেন। রাজা দীর্ঘেতি ও রানীকে যখন জল্লদরা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি সেখানে ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা দীর্ঘেতি পুত্রকে দেখলেন, কিন্তু অন্য দিকে চেয়ে বললেন, পুত্র দীর্ঘায়ু, অধিক দূরে দৃষ্টি রাখবে না, আবার অতি নিকটেও দৃষ্টি বদ্ধ রাখবে না। বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না। ক্ষমা ও প্রীতি দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয়।

জল্লাদ রাজা ও রানীকে বধ করল। দীর্ঘায়ু প্রচুর মদ্য পান করিয়ে বধ্যভূমির লোকদের অজ্ঞান করে রাজা ও রানীর দেহ দাহ করে সেখান থেকে পলায়ন করলেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুর খবরও জানলেন। তিনি বড় বিচলিত হলেন। কি উপায়ে দীর্ঘায়ুকে ধরা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

দীর্ঘায়ুও রাজা ব্রহ্মদত্তের প্রাণ সংহার করে পিতৃ-মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

রাজবাড়িতে মাহুতের অধীনে এক জন চাকর দরকার। দীর্ঘায়ু নিজের নামধাম গোপন রেখে সেই চাকরি সংগ্রহ করলেন।

একদিন রাত্রে রাজা ব্রহ্মদত্ত মধুর বীণার ঝঙ্কার শুনে খোঁজ করলেন, কে বীণা বাজাচ্ছে। বীণাবাদককে তিনি পুরস্কৃত করলেন এবং রোজই তাঁকে বীণা বাজিয়ে শোনাবার আদেশ দিলেন।

একদিন রাজা বনে শিকার করতে করতে তাঁর লোকজনদের থেকে দূরে সরে পড়লেন। সঙ্গে আছে শুধু বীণাবাদক।

রাজা পরিশ্রান্ত হয়ে দীর্ঘায়ুর ক্রোড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। দীর্ঘায়ু এই সুযোগ খুঁজছিলেন। প্রতিহিংসা নেবার জন্য তিনি সর্বদা একখানি ছুরিকা সংগে রাখেন। ধীরে ধীরে ছুরিকা কোমর থেকে বার করলেন তিনি।

এমন সময় হঠাৎ পিতার শেষ উপদেশের কথা তার মনে হ'ল। আস্তে আস্তে তিনি ছুরিকাখানি খাপে বন্ধ করে রাখলেন।

হঠাৎ রাজা ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন। রাজার হঠাৎ জেগে ওঠার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন দীর্ঘায়ু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মদত্ত বললেন, আমার সর্বদাই আতঙ্ক হয়, কখন দীর্ঘেতির পুত্র দীর্ঘায়ু আমাকে হত্যা করে। স্বপ্নেও আমি বিভীষিকা দেখি। এখন স্বপ্ন দেখছিলাম, দীর্ঘায়ু যেন আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে।

দীর্ঘায়ু বললেন, আমিই সেই দীর্ঘায়ু। এই দেখুন আমার ছুরিকা।

এই বলে খাপ থেকে ছুরিকা বার করে দেখালেন।

রাজা ভীতকণ্ঠে বললেন, তুমি আমাকে বাঁচাও—তুমি আমাকে বাঁচাও!

দীর্ঘায়ু বললেন, আমি ত আপনার হাতেই আছি। আমি আপনাকে বাঁচাব কি, আপনিই বরং আমাকে বাঁচাবেন।

ব্রহ্মদত্ত বললেন, তুমি আমাকে বাঁচাও, আমি তোমাকে বাঁচাব।

দীর্ঘায়ুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হল রাজার। তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলি বলেছিলেন তার অর্থ কি?

দীর্ঘায়ু বললেন, 'অধিক দূরে দৃষ্টি রাখবে না', এই কথা বলে পিতা বলতে চেয়েছিলেন, বিদ্বেষ অধিকদিন স্থায়ী রাখবে না। তিনি বলেছিলেন, 'অতি নিকটেও দৃষ্টি বন্ধ রাখবে না', এ দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছিলেন, নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে কলহ করবে না। অন্য কথাগুলির অর্থ বেশ পরিষ্কার। অর্থাৎ আমি যদি আপনাকে হত্যা করি, আপনার লোকেরা আমাকে হত্যা করবে। আবার আমার লোকেরা আপনার লোকদের হত্যা করবে। বিদ্বেষে বিদ্বেষ বেড়েই চলবে। কিন্তু আমি আপনার প্রাণ দান করেছি, আপনিও আমার প্রাণ দিয়েছেন। বিদ্বেষ আমাদের আর রইল না, একেবারে দূর হয়ে গেল।

রাজা ব্রহ্মদত্ত ভারী খুশী হলেন। পিতার অতি সংক্ষিপ্ত কথার পরিপূর্ণ অর্থ যিনি ধরতে পেরেছেন, তিনি কত বুদ্ধিমান, তা তিনি বুঝলেন। তিনি দীর্ঘায়ুকে তাঁর পিতার রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন, আর নিজের কন্যাকে দীর্ঘায়ুর সাথে বিবাহ দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারনাথ

ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা।

বোধিসত্ত্ব একটি হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। গায়ের রঙ সোনার মত, শিঙ দুটি রূপার মত ঝকঝকে, চোখ দুটি ঢলঢলে, পায়ের খুরে কে যেন আলতা মাখিয়ে রেখেছে। হাজার হরিণ বা সার তাকে অধিপতি বা নাথ বলে মেনে নিয়েছে। তাই নাম তার সারনাথ।

রাজা ব্রহ্মদত্ত খুব মৃগয়াসক্ত। হরিণের মাংস তাঁর খুব প্রিয়। রোজ একটা হরিণ তাঁর চাই।

প্রতিদিন তিনি মৃগয়ায় বেরোন। নগরের প্রজাদের অনেককেও তাঁর সঙ্গে যেতে হয়। তারা জঙ্গল থেকে হরিণ তাড়িয়ে রাজার সামনে নিয়ে আসে। রাজা তখন হরিণ মারেন।

এ জন্য প্রজাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। তাদের নিজেদের কাজকর্ম আর করা হয়ে ওঠে না।

একদিন তারা স্থির করল, তারা রাজার উদ্যানে হরিণের একটা দল তাড়িয়ে নিয়ে আসবে, আর, সেই উদ্যানে হরিণের খাবার উপযোগী গাছ-পালা জন্মাবার ব্যবস্থা করবে। তাহ'লে হরিণ শিকার করতে রাজাকে বেশী বেগ পেতে হবে না। তারা রাজার সঙ্গে শিকার করতে যাওয়ার কাজ থেকে রেহাই পাবে।

একদিন তারা তাদের পরামর্শ মত কাজ করল—একদল হরিণ অন্য বন থেকে তাড়িয়ে এনে রাজার উদ্যানে আটকিয়ে রাখল। রাজাকে তারা সে কথা বলে তাদের উদ্দেশ্য কি তাও বলল। রাজা তাদের অব্যাহতি দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিণের দলটিকে দেখে রাজা খুব আনন্দিত হলেন। দলের মধ্যে ছিল সারনাথ। সেটিকে দেখে তিনি এত খুশী হলেন যে, তাকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, তোমাকে আমি কখনও শিকার করব না।

রাজা রোজ একটি করে হরিণ শিকার করেন, কিন্তু অনেকগুলি রোজই আহত হয়। তার মধ্য থেকে কোন কোনটা মারাও যায়। কোন্ হরিণটিকে রাজা শিকার করবেন, তার কোন স্থিরতা নেই। তাই সকলে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে প্রাণের ভয়ে। কাজেই অনেকগুলি আঘাত পায়।

একদিন সারনাথ রাজাকে বলল, দেখুন, আপনার খাদ্যের জন্য একটি হরিণ চাই। কিন্তু অনেক হরিণ রোজ আঘাত পায়, আর কেউ কেউ মারাও যায়। আমরা নিয়ম করে রোজ একটা হরিণ আপনার খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট করে দেব। আপনার জল্লাদ এসে তাকে কেটে নিয়ে যাবে।

একথা রাজার বেশ মনঃপূত হ'ল। তিনি সেই মত ব্যবস্থা করলেন।

এই ব্যবস্থা মত পালা হিসাবে রোজ একটা করে হরিণ রাজার জল্লাদ এসে নিয়ে যায়।

একদিন একটি হরিণীর পালা পড়ল। সে গর্ভিণী। সারনাথকে সে বলল, আমার আজ পালা, কিন্তু আমার পেটে একটা বাচ্চা আছে। আমাকে মারলে দুটি প্রাণ নষ্ট হবে। অন্য কাউকে যদি পালা রাখতে বলেন, তা হলে দুটি প্রাণী নষ্ট হয় না। আমার বাচ্চা হলে আমি পালা গ্রহণ করব।

সারনাথের এ কথা বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হল। সে হরিণীকে বলল, তুমি যাও। পালা রাখবার ব্যবস্থা আমি করব।

প্রাণের মায়া সকলেরই আছে। কাজেই কেউ যদি গররাজি হয়, এই মনে করে সারনাথ নিজেই হরিণীর পালা রাখবে বলে স্থির করল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় মত জল্লাদ এসে হাজির হ'ল। সারনাথ তার কাছে গিয়ে বলল, আজ আমাকে কেটে নিয়ে যাও।

জল্লাদ জানে সারনাথকে রাজা অভয় দিয়েছেন। কাজেই তাকে বধ না করে সে ব্রহ্মদত্তের কাছে গেল।

রাজা ব্রহ্মদত্ত ব্যাপার কি জানবার জন্য নিজেই উদ্যানে এলেন।

সারনাথ রাজাকে সব ব্যাপারটা খুলে বলল। তার পর জানাল, যার আজ পালা তাকে হত্যা করলে একটির অধিক প্রাণী হত্যা হয়। আর যার আজ পালা নেই তাকে পালা দিতে বলাও অন্যায়। আমি দলপতি, কাজেই আমাকেই আজ পালা রাখতে হবে। এই জন্যই আজ আমি এসেছি।

রাজা সব শুনে বললেন, আজ আর কারও পালা রাখবার দরকার নেই। হরিণীকে আমি অব্যাহতি দিলাম।

কিন্তু, বললেন সারনাথ-রূপী বোধিসত্ত্ব, রোজই ত কারও না কারও পালা পড়বে। সেই হতভাগ্যদের কথাও একবার চিন্তা করুন। তাদের উপরও আপনার দয়া প্রদর্শন করুন।

বোধিসত্ত্বের কথায় ব্রহ্মদত্ত অভিভূত হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর রাজ্যে আর কেউ পশু বা অপর কোন প্রাণী বধ করতে পারবে না।

বারাণসীর নিকট সারনাথ নামক স্থানের নাম এই সারনাথের নামানুসারে হয়েছে। এখানেই বুদ্ধ প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

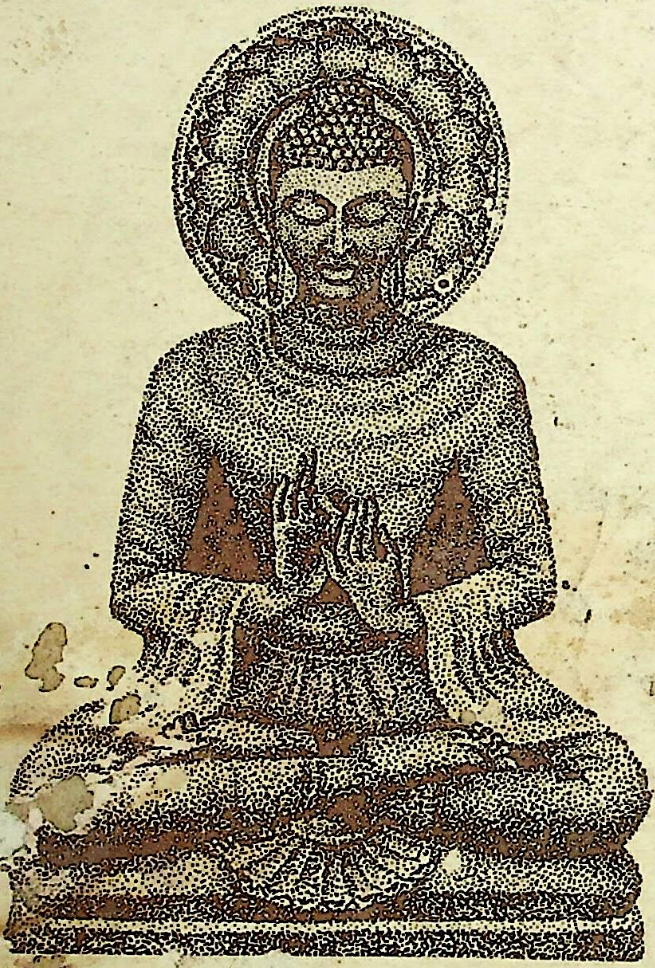

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi